৪

ধর্ম সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন

মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও নির্যাতনের যাবতীয় ব্যবস্থা কার্যকর করা হতো। গির্জা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মের নামে নির্যাতন করতো। খ্রিস্ট ধর্মের এ সব বাড়াবাড়ির ফলে জনমনে ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পায়। এক শ্রেণীর যাজক ধর্মকে ব্যবহার করে ভোগবাদিতায় মত্ত হয়ে মানবতা বিরোধী আদেশ জারিতে লিপ্ত থাকে। পঞ্চদশ- ষোড়শ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন মানবতাবাদী ধর্মযাজক ও সাধক ক্যাথলিক ধর্মের এ সব বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করেন, খ্রিস্টধর্মের নতুন নতুন সংস্কারণের আন্দোলন গড়ে তোলেন। ইউরোপে ধর্মক্ষেত্রে এ সব আন্দোলন আর্থ- সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে যে সব পরিবর্তন নিয়ে আসে তা সুদূরপ্রসারী অবদান রাখে। এই ইউনিটের পাঠসমূহে ধর্মসংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলনের কারণ, বিভিন্ন ধারা, এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে -

- পাঠ - ১ : জার্মানি ও মার্টিন লুথার
- পাঠ - ২ : ক্যালভিন ও সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা
- পাঠ - ৩ : ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল
- পাঠ - ৪ : প্রতিসংস্কার আন্দোলনের বিকাশ
- পাঠ - ৫ : প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ও তাৎপর্য

পাঠ - ১

জার্মানি ও মার্টিন লুথার

এই পাঠ শেষে আপনি -

- মার্টিন লুথার কেন রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন সে সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- জার্মানিতে কেন সংস্কার বা রিফরমেশন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল তা জানতে পারবেন;
- জার্মান রাজন্যবর্গ কেন লুথারকে সমর্থন দিলেন সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।

ধর্ম সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন

ষোড়শ শতাব্দীতে একদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কার যখন ইউরোপের দিগন্তকে প্রসারিত করছিল ঠিক তখনি ইউরোপ ধর্মীয় বিসংবাদ ও কলহে পড়ে বিভক্ত হচ্ছিল। এই সময় পর্যন্ত যদিও বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যাচ্ছিল, তথাপি পোপের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র্য খ্রিস্টান জগতের অস্তিত্ব ইউরোপব্যাপী ছিল। একজন ভ্রমণকারী ইউরোপের যেখানে যেতো সে সর্বত্রই একই প্রার্থনা সঙ্গীত, এক পোপ কর্তৃক নিযুক্ত যাজকের আর্শীবাদ, একই খ্রিস্টান ধর্মদীক্ষা দান, উৎসব, একই অনুসারে বিয়ে এবং একই রকম ধর্মীয় উৎসবের মুখোমুখি হতো। কিন্তু একদিকে ইউরোপ যখন পৃথিবীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করছিল অপরদিকে তার ধর্মীয় সংহতি হারাচ্ছিল। ইউরোপের জাতিগত ঐক্য ভাঙ্গার পেছনে যেটি কাজ করেছিলো তা হচ্ছে রিফমেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন।

পোপ নিয়ন্ত্রিত মধ্যযুগীয় চার্চকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য রিফরমেশন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রচলিত ধর্মীয় রীতিকে বাইবেলের মূলনীতি অনুযায়ী সংস্কার করার জন্য এই আন্দোলনকে রিফরমেশন বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বলা হয়। মূলত এটি একটি ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ জড়িত হয়ে আন্দোলনটি আরও বেগবান হয়। ফলে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপে রেনেসাঁসের ধারাবাহিকতায় ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় আরও একটি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয় ইউরোপে। এটিকে প্রতিসংস্কার আন্দোলন বলা হয়। ধর্মসংস্কারবাদীদের আক্রমণের মুখে রোমান চার্চ কতিপয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করে। যাজকদেরকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী করে রোমান চার্চকে সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা প্রতিসংস্কার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। মোটকথা সংস্কার আন্দোলনকে প্রতিহত করে রোমান চার্চের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল প্রতিসংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য। পর্তুগিজ এবং স্পেনীয় নাবিকরা যখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে নতুন বাণিজ্যিক পথ খুঁজছিলেন, তখন এক ধর্মযাজক মার্টিন লুথার আত্মার মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। তাঁর আবিষ্কারের চেষ্টা ছিল দূর দেশের উষ্ণ আবহাওয়ায় নয় বরং সন্ন্যাসীর এক আশ্রমে। এর ফলাফল কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফলের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল

না। জার্মান এই সন্ন্যাসী রোমকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এমন ঘটনা প্রবাহ শুরু হলো যার ফলে ক্যাথলিক ধর্ম থেকে উত্তর ইউরোপের বিরাট এলাকা পৃথক হয়ে গেলো, লক্ষ লক্ষ মানুষের ধর্মীয় জীবন এর প্রভাবে পরিবর্তিত হতে থাকলো।

রোমের বিরুদ্ধে লুথারেরবি দ্রোহের কারণ

ধর্মের নামে অধর্ম ও কুসংস্কার

লুথার-পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপীয়দের ধর্মজীবন ছিল করুণ। যারা ধর্ম বুঝতেন তাদের জন্য অবস্থাটা ছিল বিব্রতকর। রোগশোকে বিপর্যস্ত এবং অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ডুবে অসহায় মানুষ অলৌকিকতা এবং কুসংস্কারকে খড়কুটার মতো ধরে পৃথিবীতে চলার এবং পরকালের মুক্তির পথ খুঁজতো। অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি বিশ্বাস করতো যে সকাল বেলা খ্রিস্টের উপাসনা-উৎসব অবলোকন করলে সারা দিন সে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। অনেকে ধর্ম উৎসবের খাবার না খেয়ে জমা রেখে দিতো এই উদ্দেশ্যে যে এর ফলে করলে দুষ্টশক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অথবা রোগশোক থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অনেকে পবিত্র খাবার গুড়ো করে ফসলের জমিতে ছড়িয়ে দিতো, তাদের বিশ্বাস ছিলো এতে করে ফসল ভালো হবে। খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের অলৌকিক ক্ষমতাকে যাদু বা মায়ার সমপর্যায়ে ধরা হতো। প্রত্যেক সন্ন্যাসীর আলাদা আলাদা বিশেষত্ব আছে বলে মনে করা হতো। যেমন সেন্ট ক্লারে চক্ষুর, সেন্ট এ্যাপোলিনে দাঁতের, সেন্টে জল বসন্তের এবং সেন্ট অ্যাথাতে স্তনের অসুখের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা হতো। যিশুখ্রিস্ট এবং সন্ন্যাসীদের দেহের বা তাদের ব্যবহৃত জিনিষপত্রের রোগ নিরাময়ে নিদর্শনে যাদু শক্তির ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হতো এবং এগুলোর রমরমা বাজার চালু ছিল।

নিস্কৃতিপত্র (Indulgence) বিক্রয়

লুথারের মতো লোকদের অসন্তোষের কারণ ছিল খ্রিস্টধর্মের কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস, কিন্তু তার চেয়ে বেশি অসহনীয় ছিল অর্থের বিনিময়ে গির্জার অনুমতি এবং আত্মিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি লাভ করা। কোনো ব্যক্তি নিষিদ্ধ চাচাতো বা মামাতো বোন বিয়ে করতে চাইলে টাকার বিনিময়ে গির্জার সম্মতি লাভ করতে পারতো। খ্রিস্ট ধর্মে তালাক নিষিদ্ধ থাকলেও টাকার বিনিময়ে বিয়ে বাতিলের অনুমতি ক্রয় করা যেত। সবচাইতে আপত্তিজনক অনাচার ছিল আর মুক্তির জন্য ইনডালজেন্স নামক একপ্রকার ছাড়পত্রের কেনাবেচা। ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্বে ইনডালজেন্স হচ্ছে পোপকর্তৃক ইস্যুকৃত এক ধরনের মুক্তিপত্র যার দ্বারা পাপির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পাপ পৃথিবীতে অথবা পরকালে মিটে যায়-এমন আশ্বাসের ছাড়পত্র, অর্থাৎ পাপ মোচনের নিস্কৃতিপত্র। একাদশ শতাব্দীতে পোপ জনগণকে ক্রুসেডে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই প্রথা চালু করেছিলেন। আগে যেখানে অসাধারণ কর্ম করলে পোপ ইনডালজেন্স ইস্যু করতেন সেখানে আস্তে আস্তে অর্থের বিনিময়ে এটা বিক্রি শুরু হয়। ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ চতুর্থ সিক্সটাস (sixtus IV) ঘোষণা করেন যে, ইনডালজেন্সের সুবিধা এখন জীবিত এবং মৃত উভয়ে লাভ করতে পারবে। এর অর্থ দাঁড়ালো ইনডালজেন্স কেবল জীবিত ব্যক্তিকেই তার পাপ থেকে মুক্তি দেবে না, উপরন্তু তার আত্মীয় স্বজনকেও পরকালের কঠিন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। ইনডালজেন্সের অপব্যবহার রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে লুথারকে উদ্বুদ্ধ করে।

মার্টিন লুথার (১৪৮৩ - ১৫৪৬ খ্রি.)

মার্টিন লুথার ছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেরণার উৎস। তিনি জার্মানির সাক্সনি অঞ্চলের এইসলেবেন (Eisleben) শহরে ১৪৮৩ খ্রি. জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কিন্তু প্রথম জীবনে তাঁর বাবার হতাশার পাত্র ছিলেন। কৃষক থেকে সফল ব্যবসায়ী বাবা খনি ইজারা দিয়ে প্রচুর বিত্তের মালিক হয়েছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে বাবার ব্যবসাটা আরো এগিয়ে নিয়ে যাক। তিনি লুথারকে ইরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য পাঠান। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে সেখানে থাকাকালে পিতার সমস্ত উচ্চাশাকে পুত্র মার্টিন জলাঞ্জলি দিয়ে সাধু বনে যাবে। সম্ভবত পিতার চাপিয়ে দেয়া জীবন ছকের বিরুদ্ধে অবচেতনভাবে একটা বিদ্রোহ তার মনে দানা বেঁধে উঠেছিলো, এবং এর বহিঃপ্রকাশ তখন ঘটেছিল। লুথার তার মনে হওয়া সত্যের মুখোমুখি হলেন নাটকীয়ভাবে। নানা প্রচলিত উপায়ে তিনি ত্রার নির্বাণ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উপবাস, প্রার্থনা এবং পাপ স্বীকার করছিলেন এতো ঘন ঘন যে পাপ শ্রবণকারী পুরোহিত একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'তোমার অপরাধ তুচ্ছ, যদি সত্যিই বড় ধরনের পাপস্বীকার করতে চাও তাহলে তোমার উচিত হবে বাইর হয়ে ব্যভিচার করা'। তারপরও লুথার আধ্যাত্মিক শান্তি পেলেন না, কারণ তার ভয় হচ্ছিলো ভালো কাজ সত্ত্বেও তিনি কখনই ক্রোধান্বিত ঈশ্বরের কৃপা লাভ করতে পারবেন না। ১৫১৩ সালে তাঁর কাছে এক নতুন চিন্তার উদ্রেক হলো, আর এটা পরির্তন করে দিলো তাঁর জীবনের গতিকে।

কয়েক বছর যাবত তিনি এই ভেবে অস্থিরতা বোধ করছিলেন যে ঈশ্বর মানুষের প্রতি অন্যায় করছেন। কেননা তাঁর আদেশ-নিষেধ আসলে মানুষের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়। অথচ এগুলো পালন না করলে মানুষকে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সময় বাইবেল পড়তে গিয়ে এই সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পান। তাঁর কাছে মনে হলো ঈশ্বরের কঠোর শাসন বা শাস্তির ভয় দ্বারা মানুষের ত্রার মুক্তি মিলবে না। ঈশ্বরের দয়াতেই মানুষের মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। লুথার নিজেই লিখলেন "অবশেষে ঈশ্বরের অপার করুণায় আমি বুঝতে শুরু করলাম তাঁর ন্যায়বিচার, আর তা হলো ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর দয়া এবং আমাদের বিশ্বাসের কারণে ন্যায়বিচার করেন..... আমার কাছে মনে হলো আমি পূর্ণজন্ম লাভ করেছি এবং খোলা দরজা দিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করেছি"।

এই নতুন চেতনা লাভ করার পর পরই লুথার রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চিন্তা করেন নি। তিনি তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলছিলেন। ১৫১৭ সালে এমন এক ঘটনা ঘটল যে তিনি প্রচলিত ধর্মের ওপর আস্থা হারিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এই সময় পোপ দশম লিও এবং জার্মানির মেইনজের আর্চবিশপ আলবার্ট যৌথভাবে অর্থ তোলার উদ্দেশ্যে ইনডালজেন্স বিক্রি শুরু করেন। টেটজেল নামক এক যাজক এই অনুমতি উত্তর জার্মানিতে বিক্রি শুরু করেন। টেটজেল ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা ধারণা দিচ্ছিলেন যে ইনডালজেন্স ক্রয় করলে পাপের জন্য অনুশোচনা ছাড়াই কোনো ব্যক্তি নিজে বা তার মৃত ত্মীয় স্বর্গে যেতে পারবে। টেটজেলের এই ধরনের প্রচারণা লুথারের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হলো না। কেননা তখনো পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মুক্তির পথ কাজ নয়, বিশ্বাস। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর উইটেনবার্গের গির্জার দরজায় তিনি অনুমতি পত্র বিক্রির বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানিয়ে ৯৫ দফা সম্বলিত একটি প্রতিবাদপত্র পেরেক দিয়ে সেটে দিলেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি সূচনা করলেন প্রতিবাদী খ্রিস্ট ধর্ম বা প্রোটেস্টানিজমের।
লুথার কিন্তু তাঁর প্রতিবাদপত্রে টেটজেলের সমালোচনা করেন নি, তিনি প্রতিবাদ পত্রটি ল্যাটিনের পরিবর্তে জার্মান ভাষায় লিখেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধর্মের তত্ত্বগত আলোচনা হোক। কিন্তু কিছু ব্যক্তি লুথারের বক্তব্য অনুবাদ করে বাইরে প্রকাশ করে দেয়। একজন অখ্যাত সাধু থেকে লুথার শীঘ্রই একজন আলোচিত ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হতে থাকেন। টেটজেল এবং তার সমর্থকদের প্ররোচনায় লুথারকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার অথবা স্বপক্ষ সমর্থন করতে ডেকে পাঠানো হয়। পিছু হঠার পরিবর্তে লুথার আরো সাহসী হয়ে উঠেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে লিপজিগের এক সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন যে, পোপ এবং যাজকরা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নন। যাজকরা নয়, ধর্মগ্রন্থই মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেবে। পোপ দশম লিও মার্টিন লুথারকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা দিলেন। এঅবস্থায় রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া লুথারের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

লুথারের ধর্মতত্ত্ব

লুথার অগাস্টনীয় ধর্মমতের অনুসারী ছিলেন। চারশ শতাব্দীতে সেন্ট অগাস্টিন মত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বরই মানুষের মুক্তির একমাত্র সিদ্ধান্তকারী, কাকে তিনি পরকালে মুক্তি দেবেন, কাকে দেবেন না সেটা ঈশ্বর আগে থেকে স্থির করে রেখেছেন। মানুষের কাজের ওপর তার পারলৌকিক মুক্তি নির্ভর করে না। এই মতবাদ মানুষের স্বাধীনতা ও দায়িত্বকে হরণ করে বলে মধ্যযুগে থমাস একুইনাস ও সেন্ট পিটার লোম্বার্ড পাল্টা ধ্যান-ধারণা প্রচার করেন। তাদের মতে ঈশ্বরের ক্ষমা সবাইকে বেষ্টন করতে চায়, কিন্তু মানুষ তা প্রত্যাখান করার ক্ষমতা রাখে। মানুষের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়ার রাস্তা সহজ করে দিতে পারে কেবল মাত্র পুরোহিত।

লুথার সেন্ট অগাস্টিনের মত সমর্থন করে বললেন যে মানুষ অসংখ্য ভালো কাজ এবং ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না। তাঁর মতে, যাদের মধ্যে বিশ্বাস রয়েছে তারা ভাল কাজ করবেই, তাই বিশ্বাসের স্থান সর্বাগ্রে। লুথারের বক্তব্য নতুন কিছু নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সেন্ট অগাস্টিনের নিয়তিবাদী (predestinarism) ধারণাকে তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য ছিল নতুন এবং সমসাময়িক ধর্মীয় কাঠামো ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। লুথারের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল চার্চের আচার অনুষ্ঠান বা ঐতিহ্যের চেয়ে বাইবেলের আক্ষরিক অর্থকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে সকল বিশ্বাসী ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রতিনিধি (যাজক)। আগে যেখানে মনে করা হতো যাজকরাই শুধু ঈশ্বরের দূত, লুথার বললেন, প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

লুথারের এসব বক্তব্যের ফলে বাস্তব ধর্মে অনেক পরিবর্তন এলো। যেহেতু লুথার লৌকিকতা বা আচার পালনের আতিশয্যকে অনুমোদন করেন নি। তাই প্রচলিত উপবাস, তীর্থযাত্রা, স্মারক চিহ্নের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি লুথার প্রবর্তিত ধর্মে বাতিল হলো। শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর তার পাপমুক্তির অনুষ্ঠান বা ব্যাপটিজম এবং রুটি ও মদ প্রার্থনার পর অলৌকিকভাবে যিশুর মাংস ও রক্তে পরিণত হয় অর্থাৎ ইউখারিস্ট নামে পরিচিত এই দুটি আচারে এমন কোনো

অলৌকিকত্ব নেই যা ঈশ্বর থেকে দয়া আনতে পারে। লুথার ল্যাটিনের পরিবর্তে জার্মান ভাষাকে গির্জার অনুষ্ঠানের ভাষা হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। লুথার আরো প্রস্তাব করলেন যাজকদের যেহেতু অলৌকিক ক্ষমতা নেই তাই তারা আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা মাত্র, ঈশ্বরের দূত নন। পোপ বা অন্য কারো হাতে স্বর্গের চাবি নেই। মঠতন্ত্র বা সন্যাসবাদেরও কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু সাধারণ মানুষ আর যাজকদের মধ্যে কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। তাই লুথারের মতে গির্জার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টারা ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারেন। তিনি নিজে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে একজন স্ত্রী গ্রহণ করলেন।

জার্মানিতে লুথারের আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণ

ছাপাখানা আবিষ্কারের বদৌলতে লুথারের শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে জার্মানিতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করল। জার্মানিতে লুথারের আন্দোলন সাড়া জাগানোর কয়েকটি কারণ ছিল। জার্মানিতে অনেকে মধ্যযুগ হতে গির্জার কেন্দ্রীয়করণ অর্থাৎ স্থানীয় ধর্মীয় কার্যাবলীতে বিদেশী পোপের হস্তক্ষেপ সমালোচনা করে আসছিলো। ধর্মীয় করের নামে জার্মানির টাকা পয়সা ইতালিতে পাচার হওয়াও অনেকে পছন্দ করছিলো না। তাছাড়া জার্মানির জনগণ দেখছিলো ধর্মের সঙ্গে পোপের সম্পর্ক সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পার্থিব ভোগবিলাস ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় অনেক পোপই নিমজ্জিত ছিল। পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার কার্ডিনালদেরকে ঘুষ দিয়ে পোপের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন। পরে তাঁর পুত্র সিজারের সামরিক অভিযানে ঐ অর্থ লাগিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস সামরিক শক্তি দিয়ে তার রাজ্যের সীমানা বাড়িয়েছিলেন। জার্মানদের অসন্তোষ ক্রমেই বাড়ছিলো। কারণ তাদের অর্থে পোপরা রাজনীতি ও দেশের সীমানা বাড়িয়ে নিচ্ছিল, আর বিলাসবহুল দরবার বানিয়েছিলেন। ইতালির পোপসংক্রান্ত রাজনীতিতে জার্মানির কোনো প্রভাব ছিলনা, কার্ডিনালদের যেসভা পোপ নির্বাচন করত সেখানে ফরাসি ও স্পেনীয়দের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও জার্মানদের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব কম।

খ্রিস্টান হিউম্যানিস্টদের প্রচারণা এবং জার্মানিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যুদয় লুথারের আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করেছিলো। হিউম্যানিস্টরা পুরো গির্জা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে আহ্বান জানাচ্ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেকে ভবিষ্যতদ্বাণী করছিলেন যে, একদিন জার্মানিতে এমন এক বিজয়ী সম্রাটের আর্বিভাব হবে যিনি পোপের দফতর রোম থেকে রাইনল্যান্ডে নিয়ে আসবেন। ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস নামক একজন হিউম্যানিস্ট জার্মানিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৫১১ সালে প্রকাশিত তার বহুল প্রচলিত প্রেইজ অব ফলি (Praise of Folly) বা 'ত্রুটি বিচ্যুতির প্রশংসা নামক গ্রন্থে রোমের প্রতি কোনো সহানুভূতি না দেখিয়ে তিনি সমসাময়িক ধর্মের কুসংস্কার ও কলুষতা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর আরেক গ্রন্থ "জুলিয়াস একসক্লুডেড" (Julius Excluded) গ্রন্থে দেখিয়েছেন, সেন্ট পিটার পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসকে স্বর্গ থেকে এনে বন্দি করে রেখেছেন, কেননা তিনি সীমা লংঘন করেছেন। জার্মানিতে এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো খুব কম, কিন্তু ১৪৫০ থেকে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কোনো বিপ্লবের কেন্দ্রীয় দফতরের প্রয়োজন আর মধ্যযুগের ক্রান্তিকালে ধর্মীয় বিদ্রোহগুলোর কেন্দ্রীয় দফতরের অভাব পূরণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষিত ও তরুণরা সহজেই তাদের আদর্শগত অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সময়ে মুহূর্তের ডাকে বিপ্লবী ইশতেহার বের

করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই দান করেছিলো মধ্যযুগের বিদ্রোহগুলোর নেতৃত্ব। উইটেনবার্গের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫০২ সালে। কিন্তু শীঘ্রই এটি লুথারের ধর্মমতের সমর্থনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে রূপ লাভ করে।

লুথারের সঙ্গে ক্যাথলিক শক্তির মোকাবিলা

১৫২১ খ্রিস্টাব্দে পোপ দশম লিওর ইচ্ছানুসারে তদানিন্তন হোলি রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওয়ার্মস নামক স্থানে আলোচনার জন্য লুথারকে আহ্বান জানান। লুথার উপস্থিত হয়ে তাঁর অবস্থানের ওপর নিশ্চল রইলেন। এটা নিশ্চিত মনে হলো শুধু রোমান গির্জাই নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়ে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। এই সময় স্যাক্সনির ইলেক্টর ফ্রেডারিখ, লুথারের শুভানুধ্যায়ী হিসেবে এগিয়ে আসেন। তিনি লুথারকে অপহরণ করে ওয়ার্টবার্গের দুর্গে লুকিয়ে রাখেন। সেখানে তিনি এক বছর ছিলেন।

ওয়ার্মসের সভায় লুথারকে একজন বহিষ্কৃত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু সভার সিদ্ধান্তসমূহ লুথারের অবর্তমানে কার্যকরী হয়নি। পঞ্চম চার্লসকে জার্মানি ত্যাগ করতে হয়। কারণ তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ওয়ার্টবার্গ থেকে উইটেনবার্গে ফিরে আসন তখন দেখেন তাঁর সাথীরা স্বেচ্ছায় সেখানকার গির্জার প্রশাসন ব্যবস্থা এবং আচার-অনুষ্ঠানে তিনি যেমন পরিবর্তন চেয়েছিলেন সেরকম পরিবর্তন এনে ফেলেছেন। শীঘ্রই তিনি জার্মান রাজন্যবর্গের সমর্থন লাভ করলেন। এই সব রাজা তাঁর অনুসারী হয়ে লুথারান মতবাদে দীক্ষিত হন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জার্মানির বিশাল এলাকা নতুন ধর্মমত গ্রহণ করে।

রাজাদের সমর্থনের কারণ

সাধারণ মানুষ যেমন রোমে অর্থকড়ি পাঠানোকে ভাল চোখে দেখত না, তেমনি রাজারাও এটাকে বিরক্তির সঙ্গে সহ্য করছিলো। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান রাজন্যবর্গ ডায়েট অব অক্সবার্গের সভায় মিলিত হয়ে ধর্মের নামে যেসব অর্থকড়ি রোমে পাঠিয়ে জার্মানিকে অর্থশূন্য করা হয়েছে তা ফেরত দেওয়া দাবি জানান। যদিও এ দাবির প্রতি কেউ কর্ণপাত করল না, তথাপি অনেক রাজা বুঝতে পারল লুথারবাদকে গ্রহণ করে অপছন্দনীয় বিদেশীদেরকে টাকা পাঠাতে হবে না। এই সময় ইউরোপের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ছিল রাষ্ট্রকে সর্বক্ষেত্রে সর্বেসর্বা করা, তা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোনো বিষয় হউক। রাষ্ট্র প্রধানরা তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অংশ হিসেবে গির্জার বিভিন্ন পদে তাদের পছন্দ অনুযায়ী লোক মনোনয়ন এবং গির্জার বিচারালয়ের স্বাধীন ক্ষমতা খর্ব করতে চাইলেন। লুথারের উৎসাহ রাজন্যবর্গকে অনুপ্রাণিত করল। তিনি বুঝেছিলেন রাজাদের শক্তি ছাড়া তিনি নতুন ধর্মমত দাঁড় করাতে পারবেন না। চার্চের সম্পত্তির প্রতি হাত বাড়ানোর আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি রাজাদেরকে উৎসাহিত করলেন।

কৃষক বিদ্রোহ

লুথার যখন তাঁর মতবাদকে রাজাদের সহযোগিতায় মোটমুটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন জার্মানিতে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। জার্মানিতে কৃষকরা ছিল নানাভাবে নিগৃহীত ও করভারে জর্জরিত। যখন লুথার জার্মান রাজাদেরকে গির্জার সম্পত্তি দখল করতে এবং অনৈতিকতার বিরুদ্ধে জাগরণের আহ্বান জানান কৃষকরাও তখন তাদের নিজস্ব পথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু লুথার কৃষক বিদ্রোহ সমর্থন করেন নি, তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি বললেন শাসকদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, শাসক যদি খারাপও হয় তবুও তার অবাধ্য হওয়া যাবে না, অত্যাচারকে মোকাবেলা নয় সহ্য করতে হবে। রাজারা এবং লুথারের অনুসারীরা একত্রিত হয়ে কৃষক বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহের পর জার্মানিতে নিম্নশ্রেণীর আর কোনো বিদ্রোহ হয় নি।

অগসবার্গের স্বীকারোক্তি

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শেষে চার্লস অগস্‌বার্গ নগরে লুথারপন্থী ও ক্যাথলিকদের এক সভা আহ্বান করেন। লুথারপন্থীরা অগসবার্গের স্বীকারোক্তি নামে একটি দলিল উত্থাপন করেন। সভা এটাকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু ঐ দলিল লুথারান ধর্মতত্ত্বের মূল বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। চার্লস লুথারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লুথার সমর্থক জার্মান রাজারা একত্রিত হয়ে এর মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৫৪৩ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জার্মানিতে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে লুথার পরলোক গমন করেন। এর পর দুই দলের মধ্যে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটাকে অগ্‌সবার্গের সন্ধি বলা হয়। এর শর্ত অনুযায়ী প্রত্যেক জার্মান রাজা তাঁর জনগণের ধর্ম নির্ধারণ করবে। প্রটেস্টান্টরা ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গির্জার যে সম্পত্তি দখল করেছিলো তা রাখার অনুমতি পায়। লুথারান ব্যতীত অন্য কোনো প্রোটেস্টান্ট মতকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

সারসংক্ষেপ

মার্টিন লুথার প্রচলিত ধর্মের মধ্যে অনাচার এবং কুসংস্কার দেখে প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাথলিক ধর্মকে সংস্কার করতে চান নি। লুথারের অনেক সমসাময়িক হিউম্যানিস্ট বা মানবতাবাদীও ধর্ম সংস্কার চেয়েছেন, কিন্তু কেউ রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান তত্ত্বকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন লুথার, খ্রিস্টান ধর্মকে শুদ্ধ করতে চাননি। লুথার জার্মানিতে সাফল্য লাভ করেন, কারণ জনগণ এবং রাজারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ইনডালজেন্স মানুষ ক্রয় করতো
(ক) পরকালের মুক্তির জন্য (খ) পোপের চোখে ভালো হওয়ার জন্য
(গ) টেটজেলকে সন্তুষ্ট করার জন্য (ঘ) গির্জাও হাসপাতাল নির্মাণে অর্থ সাহায্য করার জন্য

২। মার্টিন লুথারের মতে ধর্মের মূল হচ্ছে
(ক) চার্চে রীতিমতো হাজিরা দেওয়া (খ) সাধু সন্যাসীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ
(গ) ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস (ঘ) ভালো কাজ করা।

৩। লুথারের মতে
(ক) যাজকরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি (খ) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্ততাকারী
(গ) ঈশ্বরের দূত (ঘ) আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা

৪। জার্মান রাজারা লুথারকে সমর্থন দিলেন। কেননা -
(ক) তাঁরা লুথারকে ভালবাসতেন (খ) তারা লুথারের মতবাদকে সঠিক মনে করতেন
(গ) তাদের সার্বভৌমত্ব গির্জার উপর প্রতিষ্ঠা (ঘ) তাদের ভয় ছিল গির্জার সম্পত্তি তারা হারাবেন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। লুথার গির্জার কুসংস্কার থেকেও বেশি ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে ছিলেন- বিশ্লেষণ করুন।
২। জার্মানির জনগণ ও রাজারা লুথারকে কেন সমর্থন করলেন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (ক), ২। (গ), ৩। (ঘ), ৪। (গ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লুথার ইনডালজেনসের বিরোধিতা কেন করেছিলেন ?
২। লুথার জার্মানির কৃষক বিদ্রোহকে কেন সমর্থন করেন নি?

পাঠ - ২

ক্যালভিন ও সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ক্যালভিনের ধর্মীয় সংস্কার, লুথারের সঙ্গে তার বক্তব্যের পার্থক্য এবং তাঁর ধর্মরাজ্য সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- সুইজারল্যান্ডের দুইটি সংস্কার আন্দোলন জুইংলিবাদ ও এ্যানাব্যাপটিবাদ সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টবাদের মধ্যবর্তী একটি ধর্মমত এ্যাঙ্গলিকানবাদ কিভাবে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হলো তা জানতে পারবেন।

মার্টিন লুথারের আন্দোলন জার্মানির বাইরে সামান্য এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শুধুমাত্র ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেনে লুথারের মতবাদকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলো। স্ক্যানডেনেভিয়ার এই রাষ্ট্রগুলোতে আজও লুথারের মতবাদ ধর্ম হিসেবে বিরাজমান। ইউরোপের অন্যান্য স্থানে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করলেও তা ছিলো লুথারের মতাদর্শের চেয়ে আলাদা। কোথাও মনে করা হয়েছে লুথারের বক্তব্য খুবই চরমপন্থী, যেমন ইংল্যান্ডে এ্যাঙ্গলিকানিজম নামে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো তা ছিল প্রোটেস্টান্ট মতবাদ ও ক্যাথলিক মতবাদের সমন্বয়ে মধ্যবর্তী একটি ধর্মমত। কোথাও আবার যেমন সুইজারল্যান্ডের কতগুলি শহরে লুথারের মতবাদের বাইরে আরো চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক্যালভিন

চরমপন্থী প্রোটেস্টান্ট ধর্মীয় মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্যালভিনের মতবাদ। ক্যালভিন ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের পিকার্জি প্রদেশের নয়োন নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্যারিস নগরীতে পড়াশুনা করেন, এই সময় ধর্ম এবং সাহিত্যে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। উনিশ বছর বয়সে বাবার ইচ্ছানুসারে তিনি যাজক না হয়ে আইনজ্ঞ হওয়ার জন্য কয়েক বছর আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। ফ্রান্সে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের তেমন প্রসার না হলেও সেখানে গির্জার অবস্থা নিয়ে অনেকে অসন্তুষ্ট ছিলেন। অসংখ্য ফরাসি নাগরিক চাচ্ছিলেন সঠিক শিক্ষা, খাঁটি নৈতিকতা এবং আন্তরিক প্রচারণা দ্বারা ধর্মের অবস্থান পরিবর্তিত হোক। কোন পথে ধর্মের পরিবর্তন আসবে অর্থাৎ প্রচলিত ধর্মকে সংস্কার করে, না রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত ছিল না। এমতাবস্থায় ক্যালভিন অন্তরে অনুভব করলেন যে ঈশ্বর তাঁকে ক্যাথলিক মতবাদ ত্যাগ করে সত্যিকারের খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য ডাকছেন। সত্যিকার ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ লাভের জন্য তিনি এতই উদ্বেলিত হয়ে উঠেন যে তিনি পড়ালেখা ত্যাগ করে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের প্রচারক হয়ে পড়েন। যদিও তিনি সবেমাত্র রোমের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন এবং তার মতাদর্শ পরিপূর্ণভাবে তখনো বিকশিত করতে

পারেন নি, তবুও দলে দলে লোক ধর্মজ্ঞান লাভ করার জন্য তাঁর নিকট আসতে লাগল। ওই সময় ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস তাঁর প্রজাদের মধ্যে কোনো রকম ক্যাথলিক মতাদর্শের বিরোধিতা সমূলে উৎপাটন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ক্যালভিন ফ্রান্স থেকে পালিয়ে সুইজারল্যান্ডের শহর বেসেলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ওখানে বসে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে "দ্যা ইনস্টিটিউট অব দ্যা খ্রিস্টান রিলিজয়ন" (The Institute of the Christian Religion) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মার্টিন লুথার তাঁর ধর্মতত্ত্বগুলো নিয়মাবদ্ধ বা সূত্রাবদ্ধ করেন নি, বরং যখন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তখন তার সমাধান দিয়েছেন। কিন্তু ক্যালভিন তাঁর গ্রন্থে প্রোটেস্টান্ট মতবাদের সকল নিয়মরীতি যৌক্তিক, ধারাবাহিক এবং বোধগম্য করে উপস্থাপন করেছেন। ক্যালভিনের "ইনস্টিটিউট" গ্রন্থটিকে মধ্যযুগের সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাসের (১২২৬-১২৭৪ খ্রি) "সুমা থিউলজিকা" (Summa Theologica) 'ধর্মতত্ত্বের প্রধান প্রধান কথা' সমপর্যায়ের ধর্মতত্ত্বের গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়।

ক্যালভিনের ধর্মতত্ত্ব

ক্যালভিনের ধর্মীয় মতবাদের মূলে রয়েছে সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বরের ধারণা। তাঁর মতে সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাঁর গৌরব ও সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের আদি পাপের জন্য (ঈশ্বর কর্তৃক আদম ও হাওয়াকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার) প্রত্যেকেই জন্মগতভাবে পাপী, হাত পায়ে বাঁধা এই শৃঙ্খল থেকে কোনো মানুষ মুক্তি পেতে পারে না। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাবলে কাউকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গে প্রেরণ করেছেন আর কাউকে নরকে প্রেরণ করে যন্ত্রণায় নিমজ্জিত করেছেন। মানুষ শত চেষ্টা করেও তার নিয়তিকে খন্ডাতে পারে না। ঈশ্বর কাকে মুক্তি দেবেন সেটা একান্তই তাঁর ব্যাপার। তাহলে পৃথিবীতে সৎ কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ক্যালভিনের মতে সৃষ্টিকর্তা যাকে মুক্তি দেবেন সৎ কাজের ইচ্ছা তার অন্তরে প্রোথিত করে রেখেছেন। যে সৎ কাজ করছে তার কার্যাবলী দেখে সে যে মোক্ষ লাভ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে নির্বাচিত হয়েছে অভ্রান্তভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে এ রকম একটা ধারণা করা যায়। তাই জনসম্মুখে বিশ্বাসের ঘোষণা দেওয়া এবং খ্রিস্টের শেষ নৈশভোজের অনুসারে রুটি ও মদের প্রার্থনার অনুষ্ঠানে যোগদান অর্থহীন নয়।

ক্যালভিনের মতে খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে ভক্তি ও নৈতিকতা পরিপূর্ণ-কর্মময় জীবন লাভ করা। তাঁর মতে আদর্শবান খ্রিস্টানদের মনে করা উচিত যে তারা ঈশ্বরকর্তৃক নির্বাচিত একটা মাধ্যম, এই মাধ্যমে সহায়তায় ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর মহান লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে চান। পৃথিবীতে মানুষ ঈশ্বরের নির্বাণ লাভ করার চেষ্টা না করে সৃষ্টিকর্তার মহান উদ্দেশ্যের গৌরব ও মহাত্য প্রচার করবে। মোটকথা ক্যালভিন খ্রিস্টানদেরকে হাতগুটিয়ে এবং নিশ্চিন্তমনে এই ধারণা নিয়ে বসে থাকার জন্য উৎসাহিত করেন নি, যে ধারণায় তাদের ভাগ্য তো আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে দেওয়া হচ্ছে।

ক্যালভিন ও লুথারের ধর্মমতের পার্থক্য

যদিও ক্যালভিন ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে লুথারের কাছে ঋণ স্বীকার করতেন, তবুও দুই ধর্মীয় নেতার মতাদর্শের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। **প্রথমত** পৃথিবীতেএকজন খ্রিস্টানের

আচরণ কী হবে এ নিয়ে দু'জন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ছিলেন। ক্যালভিন খ্রিস্টানদের লুথারের চেয়ে বেশি কর্মতৎপরতা ও যোদ্ধার মতো জীবন যাপনের পক্ষপাতি ছিলেন। অর্থাৎ লুথার যেখানে চাইতেন পৃথিবীতে মানুষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করুক সেখানে ক্যালভিনের আকা ক্ষা মানুষ ঈশ্বরের জন্য প্রচন্ড ও অবিরত পরিশ্রম করে পৃথিবীটাকে কর্তৃত্বের মুঠোয় নিয়ে আসুক। **দ্বিতীয়ত,** ক্যালভিনের ধর্মমত ছিল বিধিবিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং লুথারের চেয়ে অনেক বেশি ওল্ড টেস্টামেন্টের (Old Testament) কাছাকাছি। খ্রিস্টান ধর্মীয় দিন সাবাত (Sabbath) সম্পর্কে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। রোববার সম্পর্কে লুথারের মতামত আধুনিক খ্রিস্টানদের মধ্যে বিরাজমান ধারণার মতই। লুথার চাইতেন তাঁর অনুসারীরা রোববার দিন গির্জায় উপস্থিত হবে, কিন্তু এরপর তারা সারাদিন কোনো কাজকর্ম আনন্দ অনুষ্ঠান করবেনা তা তিনি সমর্থন করতেন না। কিন্তু অপরপক্ষে ক্যালভিন সাবাত সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং চাইতেন খ্রিস্টানরা এমন কোনো কাজ না করুক যার মাধ্যমে পার্থিবতা ফুটে উঠে। গির্জার প্রশাসন এবং শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কেও দু'জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও লুথার ক্যাথলিকদের পুরোহিত বা যাজকদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগকে অস্বীকার করেছিলেন, তথাপি এর কিছু কিছু তিনি রেখে দিয়েছিলেন। লুথারের বিভিন্ন ড্রিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের বিশপদের বিকল্প হিসেবে। রোমান প্রার্থনা ব্যবস্থারও তিনি কিছু কিছু রেখেছিলেন – যেমন প্রার্থনার পূজোবেদী, যাজকদের এক বিশেষ ধরণের কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু ক্যালভিন রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে জড়িত এমন সব কিছুকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যাজকদের ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ ব্যবস্থার বাতিলের পক্ষে যুক্তি পেশ করেন। তাঁর মতে গির্জা ব্যবস্থা পরিচালনা করবে গির্জার নিয়মিত উপাসকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত যাজকরা। তিনি গির্জার প্রার্থনায় অনাড়ম্বরতা ও সহজ সরলতার উপর জোর দিয়ে গির্জা থেকে সকল শাস্ত্রীয় আচারানুষ্ঠান, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি এবং জানালা থেকে রঙিন ও কারুকার্য্য খচিত কাঁচ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। যখন এই আদেশ নিষেধগুলো-বাস্তবায়ন করা হলো তখন ক্যালভিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিণত হলো চার দেওয়াল আর ধর্মোপদেশমূলক বক্তৃতায়।

ক্যালভিনের ধর্মরাজ্য

ক্যালভিন শুধু কতগুলো তত্ত্বই পেশ করেন নি, এগুলোকে বাস্তবায়নের কাজও করেছেন। ফরাসি ভাষাভাষী জেনেভা শহর তখন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক টালমাটালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, ক্যালভিন এই ঘটনা প্রবাহকে কাজে লাগালেন। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেনেভাতে গিয়ে তাঁর মতামত প্রচার এবং একই সংগে সাংগঠনিক কাজে আনিয়োগ করেন। ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাজের জন্য তিনি জেনেভা থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার জেনেভায় ফিরে এলেন এবং এসময় তিনি ঐ শহরের সরকার ও ধর্মের নিয়ন্ত্রণ করায়ত্তে নিয়ে আসেন। তাঁর নিয়ন্ত্রণে জেনেভা শহর একটি ধর্মরাজ্যে পরিণত হয়। নগরীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা বারো জন বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ নাগরিক এবং পাঁচজন যাজক বিশিষ্ট "কনসিসটরি" (Consistory) নামক একটি সভার হাতে ন্যস্ত করা হলো। যদিও ক্যালভিন কদাচিৎ এই সভায় পৌরহিত্য করতেন, তথাপি ১৫৬৪ সালে অর্থাৎ তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সভাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। আইন পাশ করা ছাড়াও এই সভার দায়িত্ব ছিল মানুষের নৈতিকতা পর্যবেক্ষণ করা। মানুষের অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য শাস্তি বিধানই তাদের দায়িত্ব ছিল না, বরং এই জন্য তারা নিয়মিত প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে হানা দিত। জেনেভাকে কয়েকটি জেলায় ভাগ করা হয়

এবং "কনসিসটরির" একটি কমিটি কোনো পূর্ব ঘোষণা না দিয়ে মানুষের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করত। কারো সামান্যতম অসংযমী আচরণ পর্যন্ত কড়াভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নাচ, তাসখেলা, থিয়েটার দেখা, সাবাত দিনে কাজ বা খেলাধুলা শয়তানের কাজ বলে নিষিদ্ধ করা হয়। সরাইখানাতে আগত অতিথিদের জন্যও পৃথক খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করার আগে খ্রিস্টীয় প্রার্থনা উচ্চারণ করা ছিল বাধ্যতামূলক এবং রাত নয়টার পরে সরাইখানা খোলা রাখা ছিল অপরাধ। এসব আদেশ নিষেধ অমান্য করা হলে শাস্তি যে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হতো তা বলাই বাহুল্য। খুন ও বিশ্বাসঘাতকতার বাইরে ব্যভিচার, জাদুবিদা, ধর্মদ্রোহিতা ও ঈশ্বর নিন্দা মৃত্যুদন্ডযোগ্য শাস্তি হিসেবে ধরা হতো। ক্যালভিনের জেনেভা শহরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর ঐ শহরের মোট ষোল হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৪৮ জনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিলো।

আজকের প্রেক্ষাপটে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এ ভাবে হস্তক্ষেপ করা নিন্দনীয় হতে পারে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেই যুগে হাজার হাজার ইউরোপবাসীর নিকট ক্যালভিনের জেনেভা ছিল প্রোটেস্টান্ট মতবাদের এক আলোকবর্তিকা। ক্যালভিনের শিষ্য জন নক্স স্কটল্যান্ডে ক্যালভিনের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর একটি মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তৎকালীন জেনেভার স্থান কি ছিল। তিনি বলেছেন, "ক্যালভিনের অধীন জেনেভা হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের দ্বাদশ শিষ্যের পরে সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ শিক্ষাগার"। এই "আদর্শ শিক্ষাগারে" আশ্রয় অথবা দীক্ষা নেওয়ার জন্য বহু বিদেশী জড় হয় এবং তারা ক্যালভিনের মতবাদের প্রচারক হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তাছাড়া ক্যালভিনও মনে করতেন জেনেভা হচ্ছে ফ্রান্স ও সারা পৃথিবীতে ক্যালভিন মতাদর্শ প্রচারের একটি কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে তিনি বৈরী অঞ্চলে দূত ও প্রচারক পাঠাতে উৎসাহিত করেন। এর ফলে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জেনেভা হয়ে উঠে দূর দূরান্তে প্রাণপণে নতুন বিশ্বাস ছড়িয়ে দেয়ার কেন্দ্র। শীঘ্রই ক্যালভিনপন্থীরা স্কটল্যান্ডে প্রেসব্যাটিরিয়ান (Presbyterians) নামে এবং হল্যান্ডে ডাচ সংশোধিত গির্জা (Dutch Reformed Church) নামে সংখ্যাগুরু দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে তারা ফ্রান্সে হিউগনটস (Huguenots) নামে এবং ইংল্যান্ডে পিউরিটানস (Puritans) নামে লক্ষণীয় সংখ্যালঘু দল হিসেবে অবস্থান নেয়। ক্যালভিনপন্থীরা যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন কিন্তু ক্যাথলিকরা নিজেদের ঘর গুছাতে এবং প্রোটেস্টান্টরা যাতে আর বড় ধরনের অগ্রগতি লাভ না করতে পারে সেজন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হচ্ছিলো। ক্যাথলিকরা শীঘ্রই প্রতিসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের হারানো বেশ কিছু এলাকা ক্যাথলিকবাদের গন্ডির মধ্যে নিয়ে আসে।

জুইংলিবাদ

ক্যালভিন মতবাদ জন্ম হওয়ার আগে জুইংলি নামের এক ধর্ম সংস্কারকের চেষ্টায় জুইংলিবাদ সুইজারল্যান্ডে প্রচারিত হয়। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে লুথারের মতো বাইবেল সূক্ষ ভাবে ও মনোযোগ দিয়ে পড়তে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মতত্ত্ব এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে মূল ধর্মগ্রন্থের যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে। অবশ্য যতক্ষণ না লুথার বিদ্রোহ করলেন জুইংলি ততক্ষণ চুপচাপ রইলেন। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জুরিখে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। ক্রমে পুরো জুরিখ ও উত্তর সুইজারল্যান্ডের বিশাল এলাকা জুড়ে তাঁর নেতৃত্বে জার্মানিতে লুথারের ন্যায় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ইউখারিস্ট নামক ধর্মীয়

অনুষ্ঠান সম্পর্কে জুইলিং এবং লুথারের মধ্যে ব্যাপক তত্ত্বগত মত ভেদ ছিল। লুথার ঐ অনুষ্ঠানে প্রার্থনার পর রুটি ও মদ যিশুখ্রিস্টের মাংস ও রক্তে পরিণত হয় এটা মানতেন না। কিন্তু এই বিশ্বাস ক্যাথলিকদের একটি প্রধান সত্য। মার্টিন লুথার এই সত্য না মানলেও ঐ প্রার্থনা সভায় যে যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং আবির্ভূত হন তা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জুইংলি ইউখারিস্টের প্রার্থনাকে একটি উৎসব মনে করতেন যেখানে যিশু শুধুমাত্র আত্মিক ভাবে উপস্থিত হন। তিনি মনে করতেন এই ধর্মানুষ্ঠান অতি উচ্চ কোনো মর্যাদা বহন করে না বরং খ্রিস্টানরা স্মৃতি উৎসব হিসেবে একে পালন করতে পারে। বিরোধটি ক্ষুদ্র হলেও এটি তখন লুথার ও জুইংলির অনুসারীদেরকে একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন হতে দেয় নি। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে জুইংলি ক্যাথলিকদের সঙ্গে যুদ্ধে জুইংলি নিহত হন, নেতৃত্বের অভাবে এরপর এই আন্দোলন ক্যালভিন মতবাদের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

এ্যানাব্যাপটি মতবাদ

ক্যালভিন মতবাদ উত্থানের অনেক আগে সুইজারল্যান্ড এবং জার্মানিতে এ্যানাব্যাপটিজম নামে আরেকটি ধর্মমতের আবির্ভাব হয়। এ্যানাব্যাপটিস্টরা প্রথমে জুরিখে জুইংলির অনুসারী ছিলো। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে শিশুদেরকে পবিত্র পানি দ্বারা অভিসিঞ্চন (baptism) নামক এক প্রকার অনুষ্ঠান এবং সত্যিকার বিশ্বাসীদের স্বতন্ত্র গির্জা থাকতে হবে জুইংলিদের এই দুই ধারণার বিষয়ে দ্বিমত পোষণের মাধ্যমে তারা জুইংলি মতবাদ থেকে বেরিয়ে আসেন। এ্যানাব্যাপটিস্টদের মতে ব্যাপটিজম শুধুমাত্র বয়োপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ শিশুরা এর অর্থবোঝার ক্ষমতা রাখে না। লুথার ও জুইংলি যদিও বিশ্বাস করতেন সকল বিশ্বাসী মানুষই যাজক, তবুও তাঁরা চাইতেন ধর্মে বিশ্বাস করুক বা নাই করুক প্রত্যেকেরই উচিত প্রার্থনায় যোগ দেওয়া এবং সরকারি ভাবে গঠিত ধর্মীয় গোষ্ঠির সদস্য হওয়া। কিন্তু এ্যানাব্যাপটিস্টরা বিশ্বাস করত গির্জায় যোগদানের সঠিক সিদ্ধান্ত আসতে হবে মনের ভিতর থেকে। প্রত্যেকেই তার ভিতরের আলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গির্জার সদস্য হবে, বাকিরা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত চলবে। গির্জার সদস্য হওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন হওয়ার মতবাদ এমন সময় আত্মপ্রকাশ করে যখন প্রায় সবার ধারণা ছিল ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং প্রোটেস্টান্ট-ক্যাথলিক নির্বিশেষে সবাইকে কোনো না কোনো গির্জার কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এ্যান্টিব্যাপ্টিজম তৎকালীন ক্ষমতাধর ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় গোষ্ঠীর জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে।

এ্যানাব্যাপটিস্টদের জন্য দুর্ভাগ্য স্বরূপ একটি ঘটনা এ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেয়। একদল চরমপন্থী এ্যানাব্যাপটিস্ট ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির মানস্টার শহরের কর্তৃত্ব জোর করে দখল করে নেয়। এ সুযোগে আশপাশের এলাকা থেকে আরো চরমপন্থীরা এসে মানস্টারে জমা হয় এবং তাদের ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন আইন কানুন প্রয়োগ করতে থাকে। অবিশ্বাসীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বহুবিবাহ চালু করা হয়। লেইডেনের জন নামক এক দর্জি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি নিজেকে পয়গম্বর ডেভিডের উত্তরসূরী ঘোষণা করেন এবং পৃথিবী দখল করে ধর্মহীনতা দূর করার শপথ নেন। এক বছরের কিছু পর ক্যাথলিকরা মানস্টার পুনর্দখল করে এবং নেতা জনকে নির্যাতন করে মেরে ফেলে। বিভিন্ন স্থানের সরকার ইতিমধ্যে এ্যানাব্যাপটিস্টদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আর মানস্টারের ঘটনা তাদেরকে

আরো কোণঠাসা করে ফেলে। জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে তাদের উপর কঠোর নির্যাতন চলে। যারা রক্ষা পায় তারা হল্যান্ডের মেনো সাইমনস নামক এক সংস্কারকের নেতৃত্বে মেনোনাইট খ্রিস্টান নামে এক নতুন উপদল সৃষ্টি করে। এই সম্প্রদায় শান্তিবাদ এবং হৃদয়ের ধর্ম এ্যানাব্যাপটিজমের এই দুটো মতাদর্শ নিয়ে আজো পৃথিবীতে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

এ্যাঙ্গলিকানবাদ

জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রোটেস্টান্টবাদের সূচনা করেছে ধর্মসংস্কারকরা। কিন্তু ইংল্যান্ডে এর সূচনা করেছেন স্বয়ং দেশের রাজা। অবশ্য রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে রাজা ইংল্যান্ডের জনগণের বিপুল সমর্থন লাভ করেছিলেন। ইংল্যান্ডের জনগণ পোপদের দুর্নীতি এবং দেশের অর্থ রোমে পাচার হওয়া পছন্দ করত না। **দ্বিতীয়ত** জন উইক্লিপ (Jhon Wyclif) নামক মধ্যযুগীয় এক ধর্মসংস্কারকের অনুসারী লোলার্ড আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে ধর্মীয় অনাচার এবং যাজকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ প্রচার করে আসছিলো। **তৃতীয়ত,** ভ্রমণকারী এবং ছাপাখানার মাধ্যমে লুথারের ধর্মমত ইংল্যান্ডে প্রবেশ করে। ১৫২০ সাল থেকে ইংল্যান্ডে লুথারের অনুসারীরা ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সভা করতে থাকে। অবশ্য এই সব কারণে বা ধর্মতত্ত্বের বিরোধের কারণে টিউডর বংশের রাজা অষ্টম হেনরি রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নি। মূল কারণটি ছিল নিছক ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক। রাজা অষ্টম হেনরি স্পেনের ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার কন্যা ক্যাথরিনের সঙ্গে আঠারো বছর ব্যাপী বিবাহিত জীবন যাপন করছিলেন। ম্যাফর নামক এক কন্যা সন্তান তাদের থাকলেও অষ্টম হেনরি তাঁর উত্তরাধিকারের জন্য একটি ছেলে সন্তানের আশায় ছিলেন। কিন্তু ক্যাথরিন এত বয়স্ক ছিলেন যে তার পক্ষে আর সন্তান ধারণ করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় হেনরি তাঁর প্রেমিকা এ্যান বোলিন নামক এক মহিলাকে নতুন করে বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি রোমের দরবারে ক্যাথরিনের সঙ্গে তার বিয়ে বাতিল এবং এ্যানকে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পোপ অষ্টম ক্লিমেন্ট পড়লেন উভয় সংকটে। তিনি যদি ইংল্যান্ডের রাজার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে ক্যাথলিক জগৎ থেকে ইংল্যান্ড বেরিয়ে যাবে, রাজা অষ্টম হেনরি ছিলেন ক্যাথলিক মতবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। অপর দিকে রাজার আবেদনে সাড়া দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ক্যাথারিনের আত্মীয় সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হওয়া। কারণ, চার্লস তখন ইতালিতে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত এবং পোপের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খর্বের জন্য রীতিমত হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পোপ যখন কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে কালাতিপাত করছিলেন তখন অষ্টম হেনরির আর তর সইল না। তিনি নিজেই ব্যাপারটা মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

অষ্টম হেনরি ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে যাজকদের এক সভা ডেকে তাদের থেকে ইংল্যান্ডের গির্জার প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি আদায় করে নেন। এর পর ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ডেকে তিনি কতগুলি আইন পাস করলেন যার দ্বারা রোমে ইংল্যান্ড থেকে অর্থকড়ি পাঠানো নিষিদ্ধ হলো, ইংল্যান্ডের গির্জাকে স্বাধীন এবং রাজার কর্তৃত্বের অধীন ঘোষণা করলেন। এসব আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে রোমের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে হেনরি

পার্লামেন্টের দ্বারা আরো আইন পাস করিয়ে ইংল্যান্ডের সকল মঠের সম্পত্তি দখল করেন এবং সেসব তার অনুগতদের মাঝে বন্টন করেন।

অষ্টম হেনরি ইংল্যান্ডের সঙ্গে রোমের সম্পর্ক ছেদ করলেও তখন পর্যন্ত ইংল্যান্ডের গির্জা ধর্মীয় তত্ত্বগত দিক দিয়ে ক্যাথলিক ছিল। বিশপ নিয়ন্ত্রিত গির্জার প্রশাসন, যাজকদের নিকট মৌখিক পাপ স্বীকার, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে "ম্যাস" নামক প্রার্থনা, যাজকদের কৌমার্য্য ইত্যাদি বজায় রাখা হলো। ক্যাথলিক আচার অনুষ্ঠান ইউখারিস্ট শুধু বজায় রাখাই হলো না এটা যারা অস্বীকার করবে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। কিন্তু এরপরও প্রোটেস্টান্টবাদ ইংল্যান্ডে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অষ্টম হেনরির ছেলে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময় বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের প্রভাবে ইংল্যান্ডের গির্জার অনেক তত্ত্ব ও আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন করা হয়। যাজকদের বিয়ে করা এবং প্রার্থনাগুলো ল্যাটিনের পরিবর্তে ইংরেজি ভাষায় করার অনুমতি দেয়া হলো, এছাড়া গির্জায় ছবি ও মূর্তি নিষিদ্ধ করা হলো। ব্যাপ্টিজম বা শিশুজন্মগ্রহণ করার পর পবিত্র পানি সিঞ্চন দ্বারা তাকে পবিত্র করা এবং ক্যামিউনিয়্যান বা খ্রিস্টের শেষ সান্ধ্যভোজন পর্ব বা তদুপলক্ষে খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠান ছাড়া সকল ক্যাথলিক আচার অনুষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করা হয়। মোটকথা যুক্তি প্রমাণের বদলে শুধুমাত্র বিশ্বাসই যথেষ্ট লুথারের এই বক্তব্যকে ধর্মীয় জীবনে স্বীকৃতি দেওয়া হলো। রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের পর ক্যাথারিনের গর্ভে জন্ম লাভ করা অষ্টম হেনরির কন্যা মেরি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মায়ের অপমান এবং তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি ঘড়ির কাঁটাকে আবার ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি ক্যাথলিক ধর্ম পুনপ্রবর্তন করলেন এবং ইংল্যান্ডের গির্জাকে পোপের অধীনে আনলেন। প্রোটেস্টাস্টান্ট ধর্ম নিষিদ্ধও ঘোষণা করলেন। কিন্তু জনসাধারণের প্রতিরোধের মুখে এসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রোটেষ্টান্ট ধর্মমতকে আবার যিনি ফিরিয়ে আনেন তিনি হলেন এ্যান বোলিনের কন্যা রাণী এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩)। তাঁর বাবার বিয়ে এবং বড় হয়ে উঠার পরিবেশের কারণে তিনি ছিলেন প্রোটেস্টান্ট ধর্মের পক্ষে। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যদি তিনি ইংল্যান্ডে চরম প্রোটেস্টান্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন তাহলে ক্যাথলিক অধ্যুষিত ঐ দেশে ধর্মীয় হানাহানি শুরু হবে। তাই ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট মতবাদের সমন্বয়ে একটি সমঝোতামূলক ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। "এক্ট অব সুপ্রিমেসি" (Act of Supremacy) বা প্রাধান্যের আইন দ্বারা তিনি পোপের প্রাধান্য খর্ব করে ইংল্যান্ডের চার্চের ওপর নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেন। তবে এ ক্ষেত্রে অষ্টম হেনরি যেমন নিজেকে "সুপ্রিম হেড" ঘোষণা করেছিলেন সেক্ষেত্রে রাণী এলিজাবেথ নিজেকে "সুপ্রিম গভর্নর" বলে ঘোষণা করেন। এডওয়ার্ড গির্জায় যে সব সংস্কার এনেছিলেন তিনি সেসব বজায় রাখেন। অপর পক্ষে তিনি বিশপদের দ্বারা পরিচালিত গির্জার প্রশাসন এবং কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস চালু করেন । বিশেষ করে ইউখারিস্টের অর্থ খুব অস্পষ্ট করে রাখেন যেন ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টান্ট সকলেই তা গ্রহণ করতে পারে। এলিজাবেথের মৃত্যুর পরও তার ধর্মীয় সংস্কার বজায় থাকে এবং এটা এ্যাঙ্গলিকান মতবাদ নামে পরিচিত হয়।

সারসংক্ষেপ

মার্টিন লুথারের প্রতিবাদ বা প্রোটেস্টের মাধ্যমে প্রোটেস্টান্টবাদের জন্ম হলেও ক্যাথলিক-বিরোধী সকল মতবাদ যেমন ক্যালভিনের মতবাদ, জুইংলির মতবাদ, এ্যানাব্যাপটিজম, এ্যাঙ্গলিকান ইত্যাদি সব ধর্মমত প্রোটেস্টান্টবাদের অন্তর্গত। ধর্মসংস্কারকগণ প্রচলিত ধর্ম ক্যাথলিক মতবাদের ওপর আস্থা হারিয়ে নিজস্ব বিচার বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন ধর্মীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ক্যাথলিকরা ব্যক্তি পোপকে মনে করত অভ্রান্ত, দোষক্রটির উর্ধ্বে এবং বিশ্বাস করত একমাত্র যাজকদের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। অপর দিকে প্রোটেস্টান্টরা ধর্মগ্রন্থ বাইবেলকে অভ্রান্ত মনে করতো এবং বিশ্বাস করত ব্যক্তি চেষ্টা করে আর মুক্তি পেতে পারে। এই নিয়ে খ্রিস্টজগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে রক্তারক্তি, হানাহানি ও জীবনক্ষয়ের আবেগপ্রবণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। ক্যালভিন তাঁর অনুসারীদেরকে
(ক) আনন্দ উৎসব করতে উৎসাহ দিতেন (খ) বেশি করে অর্থ জমা করতে বলতেন।
(গ) আনন্দ ফূর্তি না করতে উৎসাহ দিতেন (ঘ) বেশি করে বাইবেল পড়তে বলতেন।

২। "চার দেওয়াল আর ধর্মোপদেশমূলক বক্তৃতা" কোন মতবাদের বৈশিষ্ট্য।
(ক) ক্যালভিনবাদের (খ) এ্যাঙ্গলিকানবাদের
(গ) এ্যানব্যাপটিস্টবাদের (ঘ) লুথারবাদের।

৩। মেনোনাইট খ্রিস্টান কোন দল হতে উৎপত্তি লাভ করে।
(ক) ক্যালভিন (খ) জুইংলিবাদ
(গ) লুথারান (ঘ) এ্যানাব্যাপাটিস্ট

৪। কোন মতবাদ ধর্মসংস্কার ধর্মীয় থেকে বেশি রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।
(ক) ক্যালভিনের মতবাদ (খ) লুথারের মতবাদ
(গ) এ্যাঙ্গলিকানবাদ (ঘ) এ্যানাব্যাপটিস্টবাদ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্যালভিনের ধর্ম রাজ্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২। ইংল্যান্ডের ধর্মসংস্কারের উপর আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১। (গ), ২। (ক), ৩। (খ), ৪। (গ)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। লুথারবাদ ও ক্যালভিনের মতবাদের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করুন।
২। রাণী এলিজাবেথ যে ধর্মসংস্কার করেন তার উপর আলোচনা করুন।

পাঠ - ৩

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ধর্মীয় ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার আন্দোলন কি কি নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল সেই সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারবেন;
- ধর্মসংস্কার আন্দোলন ইউরোপের শিল্প ও সংস্কৃতিতে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এক সুদূর প্রসারী ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম ছাড়াও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব বিস্তৃত হয় যা ইউরোপীয় সমাজকে আধুনিক চিন্তা-চেতনায় গড়তে পথ সৃষ্টি করে এবং মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা রাখে।

ধর্মীয় ফলাফল

সংস্কার আন্দোলন খ্রিস্টান চার্চে বিভক্তি আনয়ন করে এবং এর সর্বজনীনতাকে প্রত্যাখান করে। খ্রিস্টান জগতের এক বৃহৎ অংশ পোপের আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসে এবং অন্যদল রোমের চার্চের প্রতি অনুগতশীল থাকে। যারা ক্যাথলিক চার্চের প্রতি অনুগতশীল ছিলেন তাদের বলা হতো 'রোমান ক্যাথলিক'। যারা প্রবিত্র রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে এসে নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের বলা হয় প্রোটেস্টান্ট এবং এরা প্রোটেস্টান্ট চার্চের অনুগামী হয়ে উঠে। জার্মানি, ইংল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রতিবাদী ধর্ম গ্রহণ করে এবং ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, ইটালি, আয়ারল্যান্ড রোমের ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি অনুগতশীল থাকে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পর কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ সূচিত হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মস্বীকৃত হবার ফলে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ও ক্যাথলিক ঐক্যের আদর্শ বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত সমগ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'একই পোপ একই ধর্মানুষ্ঠানের' অধীনে ছিল। প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিস্তার এবং প্রভাবে পোপতন্ত্রের একক প্রাধান্য নষ্ট হয়। ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইউরোপের প্রত্যেক দেশের রাজারা তাদের নিজস্ব দেশীয় চার্চ প্রতিষ্ঠা করে যার উপর রাষ্ট্র তথা রাজার পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পর খ্রিস্ট ধর্ম অধিকতরও উদার ও যুক্তিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠে। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট উভয় গ্রুপই যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে তাদের ধর্মের মূলনীতি ও তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে আসে। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতারা মনেপ্রাণে মুক্তির বাণী এবং মানবতাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারা সহিষ্ণুতা, মুক্তবুদ্ধির

চিন্তা নীতি জ্ঞান বিবেক এবং আদর্শভিত্তিক চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে। যাজক সম্প্রদায় এরপর থেকে কোনো কিছুকেই গ্রহণযোগ্য হিসেবে চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতোনা এবং উভয় ধর্মমতই নিজ নিজ ধর্মের নৈতিক ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে উৎসাহী হয়ে উঠে। ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী লোকেরা যেমন তাদের ত্রুটি- বিচ্যুতি সংশোধন করার প্রয়োজন অনুভব করে তেমনি প্রোটেস্টান্টরাও কোনরূপ অযৌক্তিক দাবি মানতে কাউকে বাধ্য করে নি। এভাবে সংস্কার আন্দোলনের সূদুরপ্রসারী প্রভাবের ফলে রোমান ক্যাথলিক চার্চে বিভিন্ন স্মরণীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়। এই সময় যেসব নৈতিক চেতনাবোধসম্পন্ন ভাবধারার উদ্ভব হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'পিউরিটানবাদ'। 'অন্ধত্বের মুক্তি' ছিল এদের মূলমন্ত্র। কিছু সুনির্দিষ্ট নৈতিক অনুশাসন দ্বারা এই মতবাদ পরিচালিত হয়।

মধ্যযুগে ধর্ম বিষয়ে কোনো স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত মতামত পোষণ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট ধর্মের যুক্তিবাদিতা, উদারতা, নির্ভীকতা, পরম সহিষ্ণুতা এবং ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার সুযোগ এনে দিয়েছিলো। যাজকের অনুগ্রহ ছাড়াও যে ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছানো সম্ভব এটি সকলের কাছে পরিষ্কার হতে থাকে। ধর্মীয় স্বাধীন চিন্তার সুযোগের মাধ্যমই পরধর্মসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপে আরো একটি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। ইতিহাসে এই আন্দোলন প্রতিসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের বিস্তার ও গতিরোধের লক্ষ্যে এবং ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে যে সকল অনাচার ও দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল তা দূর করাই ছিল প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য।

২। রাজনৈতিক ফলাফল

ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সংস্কার আন্দোলন এক সুদূরপ্রসারী ফলাফল আনে। ধর্মসংস্কার আন্দোলন পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধিকার তথা পোপতন্ত্রের ক্ষমতাকে দুর্বল করে এবং ইউরোপে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পথ সুগম করে। খ্রিস্টান অধ্যুষিত দেশসমূহ নিয়ে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হলেও এর একচেটিয়া আধিপত্যের ব্যাপারে বিভক্তি ইউরোপের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ঐক্য ভেঙ্গে দেয় এবং জনগণের মধ্যে দ্রুত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে। এমন এক সময় ছিল যখন পোপেরা সহজেই রাজাদের সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতে পারতেন এবং তাদের হস্তক্ষেপ রাজার ক্ষমতাকে বহুলাংশে দুর্বল করেছিল। কিন্তু সংস্কার আন্দোলন রাজাকে যাজকদের হাত থেকে মুক্ত করে তার অবস্থানকে সুসংহত করে তুলতে সহায়তা করে। রাজা ক্রমশ রাষ্ট্র এবং চার্চের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। পোপের ঐশ্বরিক ক্ষমতা (Divine Rights of Pope) এর স্থলে রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতা (Divine Rights of King) প্রতিষ্ঠিত হয়। লুথার ঘোষণা দেন পোপ নয় খ্রিস্টিয় অনুশাসন বা রীতিনীতিতে বিশ্বাসী গোষ্ঠী দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। ক্যালভিন মনে করতেন রাষ্ট্রই ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের বাণীকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যাদান করার ক্ষেত্রে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

অনেকে মনে করেন আধুনিক গণতন্ত্র ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফসল। উগ্রপন্থী প্রোটেস্টান্টবাদীরা স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাড়াঁয়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে

স্বৈরাচার-বিরোধী মনোভাব ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। রাজারা ক্রমশ নিজ নিজ দেশের ধর্মানুষ্ঠানের উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে থাকে যা আগে পোপের নিয়ন্ত্রনাধীনে ছিলো। এভাবে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব স্বরূপ মানুষের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার চিন্তা চেতনার বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা বা সেক্যুলারিজম-এর প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে চার্চ-এর কর অরোপের বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। রাজার ক্ষমতা দ্রুত বাড়তে থাকে। রাষ্ট্র সব রকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালা সর্বোপরি রাষ্ট্র শাসন সংক্রান্ত সকল নীতিমালা প্রণয়নে অধিকার অর্জন করে।

৩। অর্থনৈতিক প্রভাব

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। চার্চের অধীনস্থ বিশাল সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে চলে আসে এবং জনগণের উন্নয়ন ও প্রয়োজনের নিমিত্তে ব্যবহৃত হতে থাকে। জনসাধারণ যাজক শ্রেণীর শোষণের হাত থেকে রেহাই পায়। ক্যাথলিক ধর্মমতে যে কোনো রকমের পুঁজি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে ছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে এই ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পুঁজিবাদী ধারণার বিকাশ ঘটতে থাকে। ব্যাংকার, বণিক, কারখানার মালিক সম্প্রদায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাদের কাছে সুদ গ্রহণ পাপ হিসেবে বিবেচিত হতো না। ধর্মসংস্কারকগণ সকলেই পুঁজিবাদী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। লুথার একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ গ্রহণের পরিবর্তে 'সুদ ক্রয়ের' কথা বলেন। ক্রেডিট ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করা হয়। ক্যালভিনের মতে অর্থ স্থবির নয়। অর্থ আরো অধিক অর্থ আনয়ন করে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক বিনিয়োগের। তিনি মত ব্যক্ত করেন যে সুদ এর বিনিময়ে যে ঋন পাওয়া যাবে, যা অন্যায় নীতি মেনে না চললে বা তা যদি অন্যের ক্ষতি না করে তবে তা অনৈতিক হবে না। এভাবে ক্যালভিনের বক্তব্য বাজার অর্থনীতির বা পুঁজিবাদী চিন্তা চেতনার প্রাথমিক ধারণাকে উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তীকালে হুগো গ্রসিয়াস এবং ক্লডিয়াস সুদ ব্যবস্থাকে সলোমাস আধুনিক ব্যবস্থার জন্য বাস্তবসম্মত বলে অভিহিত করেন।

এভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ডে ক্রম উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অধিকতর লভ্যাংশ বা লাভের প্রতি উৎসাহিত হয়ে উঠে এবং ক্রমশ দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, তারা সংস্কারকদের সমর্থন করতে থাকে। যেখানেই প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত প্রচারিত হয়েছিল সেখানেই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

৪। ধর্মসংস্কার আন্দোলন : সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

সমাজ জীবনেও ধর্মসংস্কার আন্দোলন সুদূরপ্রসারী ফলাফল রাখতে সক্ষম হয়। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বাইবেলের বহুল প্রচার ও নীতিমূহের ব্যাপক প্রচারের ফলে সৎ ও সংযত জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয়। ধর্মীয় জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে ন্যায়পরায়ণতা বৃদ্ধি এবং পোপের অনৈতিকতা ও শোষণনীতির অবসান ঘটে। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এই নৈতিক উৎকর্ষের যুগে পিউরিটানবাদের উদ্ভব হয়। কঠোর নিয়ম নির্দিষ্ট কিছু নৈতিক অনুশাসন-এর উপর ভিত্তি করে এই মতবাদ গড়ে উঠে। পিউরিটানবাদের মূল লক্ষই ছিল নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন। এটি ব-াসফেমি আইন, বুলফাইট নৃত্য এবং

ধর্মবিরুদ্ধ কিছু বই নিষিদ্ধ করে। তবে সাবাথ্ (পবিত্র রবিবার) পালনের সুযোগ দেয়া হয়। ক্যাথলিক লুথার এবং এ্যাংলিকানদের মধ্যে পিউরিটানবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষত ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টান্ট উভয় বলয়েই যাদুবিদ্যার প্রভাব কমতে থাকে। যাদু বিদ্যা চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়াও ইনকুইজিশনের মাধ্যমে যে চরম শাস্তির বিধান করা হয়েছিল তা কমিয়ে আনা হয় এবং মানবিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষত ইতালি ও ফ্রান্সে এর নিষ্ঠুরতা কমতে থাকে।

সংস্কার আন্দোলন ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। লুথার এবং ক্যালভিন ছাড়াও এই সময়ের ধর্মীয় নেতারা শিক্ষার উপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ক্যালভিন জেনেভাকে গুরুত্বপূর্ন শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন। স্কটল্যান্ডে জননক্স 'প্রতিটি প্যারিতে একটি পাঠশালা, প্রতিটি মফস্বল শহরে একটি স্কুল এবং প্রতিটি বড় শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা বলেন।' এ ছাড়া নারীদের সামাজিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করন। খ্রিস্ট ধর্ম নারীকে বাইবেল পড়ার অনুমতি দেয়। পুরুষ এবং নারী উভয়ই প্রাথমিক স্কুলে যাবার অনুমতি পায়। এর ফলে নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার বাড়তে থাকে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও দ্রুত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে।

৫। ধর্মসংস্কার আন্দোলন : শিল্প ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভাব

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে প্রোটেষ্টান্ট আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হলেও বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় নানাবিধ প্রভাব রাখে। প্রচলিত বিশ্বাস এবং ধর্মব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখে। ভৌগোলিক আবিষ্কার, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সবকিছু সংজ্ঞায়িত করারও সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এই সময়ের মানবতাবাদী বা হিউম্যানিটিস্ট দার্শনিকেরা ক্লাসিকেল বা প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর নতুন উৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে জ্ঞানের জগতকে বৃদ্ধি করার কথা বলেন।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবের ফলে দর্শনের ব্যাখ্যায় পরিবর্তন সুচিত হয়েছিল। মাইকেল ডি মনটেইন, জিওরভানো ব্রুনো জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বলেন। আরোহ যুক্তি বিদ্যা এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতির পক্ষে স্যার ফ্রান্সিস বেকন কথা বলেন।

প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সবচাইতে বড় প্রভাব পড়েছিলো শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের ক্ষেত্রে। লুথার সকল শহর, গ্রাম ও শহরতলীতে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠানোর তাগিদের ফলে বৃদ্ধি পায়। ধর্মতত্ত্বীয় বিষয় ছাড়াও ইতিহাস, ভূগোল, নৈতিকতা, আধুনিক ভাষা শিক্ষা গুরুত্ব পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, নৌবিদ্যা, আইন, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানচর্চা হতো। সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্পেনের লুডো, ভিকো, এরিস্টো, মাইকেল ডি কার্ভেন্টিস, লোপা ডিভেগা, ইতালির মনটেইন, হল্যান্ডের ডনডেল, জার্মানির এন্ড্রুজ গ্রিফস, ইংল্যান্ডের এডমন্ড স্পেনসার, শেক্সপিয়ার, মিলটন এরা নতুন যুগের সূচনা করেন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে পুরানো 'গথিক' রীতিনীতির পরিবর্তে বারুক স্থাপত্য শৈলীর নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এছাড়া

ইতিহাস রচনা ও লেখায় সাহিত্যের ঢংয়ে বা রীতিতে ইতিহাস লেখার যে ধারা ছিল তা বাদ দিয়ে নতুন আধুনিক তথ্য বা উপাত্তের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সঠিকভাবে ইতিহাস লেখার প্রচলন শুরু হয়।

এভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট প্রভাবিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পোপের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এছাড়া সংস্কার আন্দোলনের নেতারা ব্যবসা, বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ফলে শিক্ষায় ব্যাপক বিস্তার ঘটে, সাহিত্য, শিল্পকলার ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এভাবে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার নয় বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের উত্তরণকে নিশ্চিত করেছিল এই ধর্মসংস্কার আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সময় সুনির্দিষ্ট নৈতিক চেতনাবোধ সম্পন্ন যে ভাবধারার উদ্ভব হয় তার নাম

ক) পিউরিটানবাদ　　খ) স্কলাসটিকবাদ
গ) এ্যাংলিকানবাদ　　ঘ) ফ্রান্সিসকানবাদ

২। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপে আরো একটি সংস্কার আন্দোলন সূচিত হয় তা হলো -

ক) আধ্যাত্মিকবাদী আন্দোলন　　খ) জাগতিক মুক্তি আন্দোলন
গ) প্রতিসংস্কার আন্দোলন　　ঘ) মানবাধিকার আন্দোলন

৩। পোপের একক আধিপত্য হ্রাস পেয়ে সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কোন শ্রেণীর ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে?

ক) জমিদার শ্রেণীর　　খ) রাজার
গ) প্রজার　　ঘ) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের

৪। ষোড়শ শতাব্দীতে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সূচিত হয় তার নাম --

ক) সামন্তবাদ　　খ) দাসতন্ত্র
গ) সমাজতন্ত্র　　ঘ) পুঁজিবাদ

৫। ক্যালভিন কোন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলেন?

ক) মিলান　　খ) জেনেভা
গ) লন্ডন　　ঘ) প্যারিস

৬। কোপার্নিকাস তত্ত্বের মূলসূত্র কি ছিল?

ক) সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুর্ণন করে　　খ) বুধ সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে
গ) শুক্র সৌরজগতের কেন্দ্র স্থলে　　ঘ) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুর্ণন করে।

৭। আরোহ যুক্তিবদ্যিার প্রবর্তন কে করছিলেন?

ক) জিওরভানো ব্রুনো　　খ) মাইকেল ডি মনটেইন
গ) ডেসকার্টিজ　　ঘ) স্যার ফ্রান্সিস বেকন

৮। প্রোটেস্টান্ট ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সময স্থাপত্য রীতির ক্ষেত্রে কোন নতুন রীতি বা কৌশলের উদ্ভব হয়েছিল?

ক) বারুক　　খ) গথিক
গ) মোঘল　　ঘ) গ্রিক

উত্তর : ১। (ক), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (ঘ), ৫। (খ), ৬। (ঘ), ৭। (ঘ), ৮। (ক)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। পিউরিটানবাদ বলতে কি বুঝায়? এর মূলতত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
২। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল সে সম্পর্কে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ধর্মীয় ফলাফল ব্যাখ্যা করুন। পোপতন্ত্রের একক আধিপত্য বিনাশ হয়ে রাষ্ট্র কিভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠে তা বর্ণনা দিন।
২। ধর্মসংস্কার আন্দোলন কীভাবে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছিল তা বর্ণনা করুন।
৩। ধর্মসংস্কার আন্দোলন কীভাবে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায় তা বর্ণনা করুন।
৪। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Harold J. Grimm, The Reformation Era (1500-1650), Second Edition.
২। Louis Gottschalk History of Mankind, Vol IV
৩। Robert Ergang, Europe from the Renaissance to Waterloo, (Third Edition)
৪। Carlton J.H. Hayes, Modern Europe to 1870
৫। ড. কিরনচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)

পাঠ - ৪

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের বিকাশ

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের পর প্রতিসংস্কার অন্দোলনের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রতিসংস্কার আন্দোলনের বিকাশে যে সমস্ত বাহক বা এজেন্সি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রতি সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্তকদের বিকাশে চরিত্রবান পোপদের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইনকুইজিশনের মাধ্যমে কীভাবে বিধর্মীদের শাস্তিদান করা হতো সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- কাউন্সির অব ট্রেন্টের বিভিন্ন সংস্কারসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- সোসাইটি অব জেসুইট সদস্যরা কীভাবে সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ক্যাথলিক পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

১। প্রতিসংস্কার আন্দোলনের কারণ বা উদ্দেশ্য

ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের পর রোমান ক্যাথলিক চার্চের মধ্য থেকেই আরো একটি আন্দোলন গড়ে। সংস্কারের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনরুজ্জীবনই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ধর্মসংস্কার আন্দোলন মূলত রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিলো। ক্যাথলিক ধর্মের সকল প্রকার অনাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়ে এই আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত গড়ে তোলে। তবে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম মতের দ্রুত প্রসারের বিরুদ্ধে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজেরাই তাদের মধ্যকার নানা অসংগতি এবং গাফিলতি দুরীকরণের লক্ষ্যে আর একটি নতুন আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রভাব যতদুর সম্ভব নিয়ন্ত্রনে রেখে ক্যাথলিক চার্চকে সংস্কারের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করা। এক কথায় প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রভাব ও বিস্তার প্রতিহত করার জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে পরিচালিত এই সংস্কার আন্দোলন প্রতিসংস্কার আন্দোলন নামে পরিচিত।

চার্চের সংস্কারের উদ্দেশ্য গুলি হলো

ক) ক্যাথলিক চার্চের সকল অন্যায় অত্যাচার এবং অনৈতিকতা দুরীকরণের মাধ্যমে চার্চের বিরুদ্ধে যে প্রধান অভিযোগগুলি ছিল তা বের করা;

খ) ক্যাথলিক ধর্মমতের মধ্যে সত্যিকার অর্থে আধ্যাত্মিক, অপার্থিব এবং পবিত্রভাব জাগিয়ে তোলা;

গ) যে সমস্ত অঞ্চল প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল তাদেরকে পুনরায় ক্যাথলিক মতবাদে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

ক্যাথলিক ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে সব কৌশল ব্যবহৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল অবিশ্বাসীদের শাস্তিদান, সংস্কারমূলক কর্মকান্ড, ধর্মান্তরিতকরণ এবং সমাজ সেবামূলক নীতির মাধ্যমে নিজেদের জনগণের সেবায় উৎসর্গ করা। ইনকিউজিশন ক্যাথলিক ধর্মচ্যুতদের শাস্তিদানের জন্য কাউন্সিল অব স্টেট সংস্কার মূলক কর্মকান্ড, সোসাইটি অব জেসুইট গঠন করে।

আন্দোলনের পর প্রতিসংস্কার আন্দোলন ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ক্যাথলিক ধর্মমত জার্মানি, পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, স্পেন, ইতালি প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় ক্যাথলিক ধর্মমতে ফিরে আসে।

২। প্রতি সংস্কার আন্দোলন বিকাশের প্রধান কারণসমূহ

প্রোটেস্টান্ট মতবাদ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লেও প্রোটেস্টান্টদের বিভিন্ন দল এবং উপদলের মধ্যে দলাদলি, অন্ত:কলহ, গৃহযুদ্ধ ও অনৈক্যের সুযোগে ক্যাথলিকরা নিজেদের পুনরুজ্জিত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ধর্ম বিপ্লবের সময়কার অসন্তোষ, হাঙ্গামা, অনৈক্য, বিশৃংখলা কমে আসতে থাকলে জনগণ এটি বুঝতে সম্মত হয় যে রোমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী ধর্মীয় মতাদর্শে বিশ্বাসীরাও সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতও একটি আদি অকৃত্রিম খ্রিস্ট ধর্মীয় বিশ্বাস রা অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক উভয়েই কোনো না কোনোভাবে ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ক্যাথলিক রাজারা ক্রমশ ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠে। এছাড়াও মধ্যযুগের শক্তিশালী ঈশ্বর প্রেম বা অনুভুতি এবং চার্চের ঐতিহ্যের লক্ষ্যে অতীন্দ্রিয়বাদ বা মিষ্টিকবাদের প্রসার দ্রুত বাড়তে থাকে। এই সময়ের খ্রিস্টান মানবতাবাদী প্রাচীন গ্রিক রোমানদের মতো সংস্কারে এবং শিক্ষায় বিশ্বাসী। প্রোটেস্টান্টদের চাইতে ক্যাথলিক ধর্ম মতের প্রতি অনুগতশীল ছিলেন।

৩। চরিত্রবান পোপের আবির্ভাব

ষোড়শ শতাব্দীতে কতিপয় ধর্মপরায়ন এবং চরিত্রবান পোপের আবির্ভাব ঘটে। তাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে। তারা সকল প্রকার অনাচার দুর্নীতি থেকে মুক্ত ছিলেন এবং খ্রিস্টের আদর্শের অনুকরণে নৈতিক মান উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের আন্তরিকতা, ন্যায় পরায়নতা ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করে। প্রতিসংস্কার আন্দোলনের পোপদের মধ্যে যেমন তৃতীয় পল, চতুর্থ এবং পঞ্চম পায়াস ষোড়শ সিক্সটাস ছিলেন উজ্জল চরিত্রের অধিকারী। এরা ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রচারের লক্ষ্যে ক্রুসেডের প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসেন। এভাবে চরিত্রবান পোপদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রেরণা এবং আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ রোমের চার্চের প্রতি শ্রদ্ধা হারালেও ঈশ্বরের প্রতি একেবারে আস্থা হারিয়ে ফেলেনি। তাই ক্যাথলিক চার্চ যখন আত্মশুদ্ধির জন্য সংশোধনের পথে এগিয়ে আসে তখন সকলেই তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। ইউরোপের কতিপয় রাজাও ক্যাথলিক উত্থানকে নৈতিকভাবে এবং অর্থ সাহায্য দিয়ে

জোরদার করে তুলতে পোপদের সাহায্য করেন। এদের মধ্যে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪। ইনকুইজিশন

ইনকুইজিশন ছিল ক্যাথলিকদের জন্য নির্ধারিত বিচারালয় যা প্রতিসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান, এজেন্সি, বা বাহক হিসেবে কাজ করে। ধর্ম ক্ষেত্রে মানুষের চরিত্রকে সংশোধনের জন্য এই ইনকুইজিশন গঠন করা হয়। ক্যাথলিক ধর্মমতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে খুঁজে শাস্তি দেয়াই ছিল আদালতের একমাত্র কাজ। এই ধরনের আদালত প্রাচীন রোমান যুগে থাকলেও এর প্রভাব ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় নি। প্রতিসংস্কার আন্দোলন শুরু হবার পর ক্যাথলিকরা এর পুর্ণসুযোগ গ্রহণ করে এবং অন্যধর্মাবলম্বীদের প্রতি নির্মম ও অমানবিক নির্যাতন আরম্ভ করেন। ১৫৪২ সালে পোপ তৃতীয় পল Supreme Tribunal of Inquisition গঠন করে। স্পেনের ইনকুইজিশনের পর ১৫৪২ সালের সমগ্র চার্চকে নিয়ন্ত্রনের জন্য কেন্দ্রীয় ইনকুইজিশন তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মবিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যেকোন লোককে বিশেষত প্রোটেস্টান্টদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে শাস্তি দেয়া হতো। আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেয়া হতো না।

ইনকুজিশেনের শাস্তিদানের প্রক্রিয়া ছিলো নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং বর্বর। এই সব নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা মানুষকে বিদ্রোহী এবং অসহিষ্ণু করে তোলে। ফলে দ্রুত স্পেনে এটি জনপ্রিয়তা হারায় এবং অন্যান্য স্থানে এর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা দ্রুত কমতে থাকে। তবে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসকে পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতকে রুখে দেবার জন্য ইনকুইজিশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

ঙ) ট্রেন্টের ধর্ম সভা

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অব ট্রেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের ত্রট্টটি দূরীকরণ এবং লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা এবং সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর যাবতীয় খ্রিস্টানদের প্রতিনিধি হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মের মূলনীতিসমূহ নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পোপ তৃতীয় পল পোপতন্ত্রের বিভিন্ন সংস্কার আনয়নের ক্ষেত্রে ১৫৪২ খ্রি. কাউন্সিল আহবান করে। এ সভাগুলি চলে ১৫৪২ সালে ১৫৪৫ - ৪৯, ১৫৫১ - ৫২ এবং ১৫৬২-৬৩ সালের মধ্যে। ইতালির আল্পস্ পর্বতমালা এবং অস্ট্রিয়ার তিরল এর নিকটবর্তী ট্রেন্ট নামক রাজকীয় শহরে এই সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মূলত ১৮ বছর ধরে এই সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল অব ট্রেন্টের সভাগুলি আহবানের মূল উদ্দেশ্য ছিল :

ক) ধর্মীয় হানাহানি, মতবিরোধ পরিহার করে ক্যাথলিক ধর্মদর্শনকে একটি সঠিক এবং সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ে আসা;
খ) বিভিন্ন বিশপ এবং চার্চ-এর নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি পরিহার করে নিয়মনীতি মেনে চলা;
গ) ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের সকল মতবাদের পুন:প্রতিষ্ঠা করা;
ঘ) খ্রিস্টান জগতের আইন কানুন এবং নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা;

ট্রেন্টের এই সিদ্ধান্তসমূহ যেমন তত্ত্বীয় তেমনি প্রায়োগিক করার চেষ্টা করা হয়। কাউন্সিলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে কোনো আপোষ রক্ষা করা হবে না। কাউন্সিল অব ট্রেন্টে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা হল :

ক) পোপকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সর্বোচ্চ প্রভুত্ব বা প্রামিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তিনিই হবেন খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকারী। বিশপ এবং যাজকদের উপর পোপের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়;

খ) একমাত্র গ্রহণযোগ্য কর্তৃপক্ষ হিসেবে চার্চের ধর্মমতকে একটি স্পষ্ট সহজ এবং লিখিত আকারে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটিই হবে খ্রিস্ট্রান ধর্মতত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকারী কর্তৃপক্ষ।

গ) চার্চের দুর্নীতি এবং অন্যান্য আচরণ দূরীকরণের লক্ষ্যে কিছু নিয়মানুবর্তিতা বা আদেশ. নির্দেশ. নিয়ম শৃঙ্খলা বলবৎ করার প্রচেষ্টা চালানো হয় । সাইমনি বা গির্জার কোনো পদের জন্যে ঘুষ দেয়া বা নেয়া, মুক্তিপণ বিক্রয় করা। খ্রিস্ট্রের ভোজ উৎসব, অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিধি বহির্ভূত কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ভালো কাজের জন্যে পুরস্কারের কথা বলা হয়। খ্রিস্টান ধর্মের ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান যেমন ধর্মীয় ভোজ, ট্র্যানসাবস্ট্র্যানশিয়েনতত্ত্ব (Theory of Transubstantiation) যাজক সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বা মনোনয়নের নিয়মনীতি, সাধু সন্নাসীদের প্রার্থনার আহবানসমূহ, চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার রীতিনীতি অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত হয়। যাজক এবং বিশপদের অজ্ঞতা দূর করতে নিয়মিত ধর্ম বিষয়ক সেমিনার এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। যাজক শ্রেণীকে চরিত্রবান এবং লোভ লালসার উর্ধ্বে থাকার এবং তাদের নৈতিক উন্নতি সাধনের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৪। ট্রেন্টের ধর্মসভার নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা (Congregation of Index) প্রকাশিত হয় যা খ্রিস্টানদের জন্য পঠন-পাঠন এবং ব্যবহারের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়।

৫। অপরাধীদের শাস্তিদানের জন্য ইনকুইজিশন আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল

এ ভাবে ট্রেন্টোর কার্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, **প্রথমত,** এটি ক্যাথলিক ধর্মমতের বিভিন্ন মতবাদ বা বিতর্কিত বক্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট প্রামাণ্য, ধর্মতত্ত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিধিবদ্ধ করে। **দ্বিতীয়ত,** কাউন্সিল ক্যাথলিক ধর্মমত সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থাকে শক্তিশালী করে এবং ক্যাথলিক চার্চের অধীনে চার্চগুলি যাতে পরিচালিত হয় সেভাবে কেন্দ্রীভূত করে। এর ফলে ক্যাথলিকরা তাদের শত্রট্টপক্ষ বা বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে। **তৃতীয়ত,** এটি বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা গ্রহণ করে সকল ধরনের অনৈতিক, অনাচার থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে রোমান চার্চকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রোটেস্টান্ট বিশ্বাসী লোকেরা আবার রোমান চার্চ-এর অধীনে ফিরে আসতে থাকে।

৬। সোসাইটি অব জেসুইট

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সোসাইটি অব জেসুইট নামক একটি সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইগনাটিয়াস লয়লা (১৪৯১-১৫৫৬)। ১৪৯১ সালে লুই পুকুজাতে তাঁর জন্ম হয়। ১৫২১ সালে তিনি পম্পলেদা যুদ্ধে আহত হন। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে তিনি খ্রিস্টের জীবনী নামক বিভিন্ন সাধু সন্নাসীদের জীবনী, প্রাচীন ক্যাথলিকস এবং ধর্মের বই পড়তে থাকেন। এর ফলস্বরূপ চার্চ এবং বিশপদের অনুপ্রেরণায় যুদ্ধের সৈনিক হওয়ায় চেয়ে তিনি ঈশ্বরের সৈনিক হওয়াকে শ্রেয় মনে করেন। প্রথমে মেনসেরা (Mansera) এবং মনসিরাতে (Mansirrat) এ তীর্থ যাত্রার পর জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য মনস্থির করলেও পরে প্লেগের কারণে মনসেরা থেকে ফিরে এসে তার বিখ্যাত দ্যা স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজ (The Spiritual Exercise) বইটি লিখেন। বইটি চারটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে অন্তহীন পাপের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে গড়ে তোলা, দ্বিতীয় পর্বে যিশুর জীবনী, তৃতীয় পর্বে ছিল বিভিন্ন আবেগপূর্ণ ঘটনা এবং চতুর্থ পর্বের শেষ দিকে পুনরুদ্ধার এবং বিচারকার্য সম্মন্ধে লিখেন। জেসুইটরা একে খ্রিস্ট ধর্মের হ্যান্ডবুক বলে মনে করেন। এই বইটি লয়লার চিন্তাচেতনার মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

লয়লা কর্তৃক গঠিত সোসাইটি অব জেসুইট বা এই সংঘের সদস্যরা তিনটি ধর্মনীতি মেনে চলতো -

ক) চারিত্রিক পবিত্রতা খ) স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ গ) আজ্ঞানুবর্তিতা। ১৫৪০ সালে পোপ তৃতীয় পল সরকারিভাবে রোমান ক্যাথলিক চার্চের এই সংস্কারকে স্বীকৃতি দিলে এটি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সোসাইটি অব জেসুইট সদস্যদের বলা হতো জেসুইট।

ইগনাটিয়াস লয়লা ১৫৪১ সালে এই সংগঠনের জেনারেল নিযুক্ত হন। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন। এ ছাড়াও সোসাইটি ভাগ্যপীড়িত, দরিদ্র এবং শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হলেও জেসুইট সংঘ ছিল একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান। বিনা প্রশ্নে বা সন্দেহাতীতভাবে জুনিয়র সদস্যদের আদেশ শুনতে এবং পালন করতে বাধ্য ছিল।

সোসাইটির তিন মূল লক্ষ্য হচ্ছে

ক) তরুণদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা (খ) বিভিন্ন অনুশীলনী ও চর্চার মাধ্যমে খ্রিস্টান সমাজে ধর্মীয় আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে, গ) ক্যাথলিক ধর্মমতে বিশ্বাসী অঞ্চলসমূহকে প্রোটেস্টান্ট মতে ফিরিয়ে আনা।

তবে জেসুইটরা সবচাইতে বেশি সাফল্য লাভ করেছিল শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী তাদের কমক্ষেত্রকে ছড়িয়ে দেয়। জেসুইটদের মূল প্যোগানই ছিল, 'আপনাদের শিশুকে স্কুলে পাঠান।' ধর্ম ছাড়াও তারা বিভিন্ন বিষয়ে-যেমন বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান, শারীরিক চর্চা এবং নৈতিক উৎকর্ষে জ্ঞানলাভ করতো। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন. ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ড এবং ক্যাথলিক জার্মানির সকল স্কুল ও কলেজ জেসুইটরা নিয়ন্ত্রন করতো।

ইউরোপের বাইরে ভারত, চীন, ব্রাজিল, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে তিন হাজার স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে ভাষা, যেমন - বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প ল্যাটিনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন খেলাধুলায় দক্ষতা অর্জন করতে থাকে। এভাবে শিক্ষা প্রসারে জেসুইটরা বিশ্বের সর্বত্র সাফল্য লাভ করে। জেসুইট শাসকরা ক্যাথলিক ধর্মমতের বিশ্বাস ছড়িয়ে দিতে এবং প্রোটেস্টান্টদের কাছ থেকে হারানো রাজ্য আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়। ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্মকে টিকিয়ে রেখে তারা এশিয়া ও আমেরিকায় আদর্শ মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এভাবে জেসুইটরা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূল বাহক হিসেবে কাজ করে। **প্রথমত,** তাদের কর্মকান্ডে, দক্ষ ও ট্রেনিং প্রাপ্ত উৎসাহী মিশনারি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে যারা প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের পূর্ববর্তী ক্যাথলিক ধর্মমতকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। **দ্বিতীয়ত,** এরা উচ্চমধ্যবিত্ত এবং ভূ-স্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মমত তথা খ্রিস্ট ধর্মমত প্রচারে সফল হয়। **তৃতীয়ত,** এরা শিক্ষার্থীদের ক্রমশ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে। এরা ধর্মবিষয়ক যেকোনো বিতর্ক এড়িয়ে চলতো এবং এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।

সারসংক্ষেপ

প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলনের পর ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বেশ কিছু অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ক্যাথলিকরা নিজেদের সংশোধনের জন্য আরেকটি আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল। ইউরোপে এটি প্রতিসংস্কার আন্দোলনে নামে পরিচিত হয়ে উঠে। চার্চের নৈতিকতা এবং সকল দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে পোপদের তৎপরতা এবং ইনকুইজশনের মাধ্যমে শাস্তিদান প্রক্রিয়া ক্যাথলিক ধর্মমতকে সুসংগঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কাউন্সিল অব ট্রেন্ট এর সভাগুলিতে ক্যাথলিক ধর্মমতকে স্পষ্ট লিখিত বিধিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করা হয় এবং পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুসংহত করা হয়। **শেষত** জেসুইট সংঘ ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে সবচাইতে গঠনমূলক কার্য সম্পন্ন করে। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে তারা ক্যাথলিক ধর্মমতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কারিগরী শিক্ষক এবং ধর্মের প্রতি আনুগতের মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব বিস্তার হয়। এভাবে ক্যাথলিক ধর্ম অন্যতম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রতি সংস্কার আন্দোলনের মূলউদ্দেশ্য ছিল --

ক) প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করা;

খ) নিজেদের সকল অসংগতি ও দুর্নীতি দূরীকরণের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মমতে পুনরুজ্জীবিত করা;

গ) গতানুগতিক পথেই ক্যাথলিক ধর্মমতকে চালিত করা;

ঘ) বিভিন্ন প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিসমূহকে গ্রহণ করা।

৩। ইনকুইজেসন বিচারালয়ের কাজ কি ছিল?

ক) প্রোটেস্ট্যান্টদের শাস্তি দেয়া

খ) ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিকদের পুরষ্কৃত করা

গ) ক্যাথলিক ধর্মমতে অবিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গকে খুজে বের করে শাস্তি দেয়া

ঘ) ধর্মবিরোধী বই নিষিদ্ধ করা।

৪। ইনকুইজিশন বিচারালয় সর্বপ্রথম কোন সভ্যতায় চালু ছিল ?

ক) রোমান সভ্যতায় খ) মেসোপটোমীয় সভ্যতায়

গ) মিশরীয় সভ্যতায় ঘ) গ্রিক সভ্যতায়

৫। কোন ভাষায় রচিত বাইবেলকে খ্রিস্ট জগতের বা ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রমাণিত গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়?

ক) হিব্রু খ) এ্যাংলো স্যাক্সন

গ) ল্যাটিন ঘ) গথিক

৬। সোসাইটি অব জেসুইট-এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক) ইগনাটিয়াস লয়লা খ) ফ্রান্সিসকো সুবেজ

গ) ফ্রান্সিস জেভিয়ার ঘ) পিয়ারি লেফেবরি

৭। জেসুইটরা কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন?

ক) দূর শিক্ষণ খ) ব্যবহারিক শিক্ষা ব্যবস্থা

গ) কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা ঘ) ছাত্র-শিক্ষক সমমন্বয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা

উত্তর : ১। (খ), ২। (গ), ৩। (ক), ৪। (ঘ), ৫। (ক), ৬। (খ)।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রতিসংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?

২। ইগনাসিয়াস লয়লার জীবনী সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চরিত্রবান পোপেরা কীভাবে চার্চের অনাচার এবং দুর্নীতি দূর করে ক্যাথলিক ধর্মকে পুরুজ্জীবিত করেন?
২। ইনকুজিশন আন্দোলনের কার্যাবলী মূল্যায়ন করুন।
৩। ট্রেন্টের ধর্মসভার মূলসিদ্ধান্ত গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪। সোসাইটি অব জেসুইট-এর কর্ম পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Harold J. Gremm, The Reformotion Era, (1500-1650), (Second Edition)
২। Gottseholk, History of Mankind, Cultural and Scientific Development. vol. Iv
৩। B. V. Rao, History of Europe (1450-1815)
৪। Ergang Robert, Eurofpe from Renaissance to waterloo (Third Edition)
৫। ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০ খ্রী:)

পাঠ - ৫

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব ও তাৎপর্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বা ফল স্বরূপ ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রভাব এবং অগ্রগতি ও হ্রাস সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- আন্তর্জাতিক ধর্ম হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুদ্ধার সম্পর্কে অবহিত হবেন;
- প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ফলস্বরূপ ইউরোপের দেশে দেশে যে দ্বন্দ্ব কলহ, গৃহযুদ্ধ সংগঠিত হয় আপনি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ক্যাথলিক ধর্মসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম এজেন্সি জেসুইট কর্তৃক শিক্ষাক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রতিসংস্কার আন্দোলন নারী সমাজকে কীভাবে শিক্ষাকর্মকান্ডে এগিয়ে নিয়ে যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রতিসংস্কার আন্দোলন ইউরোপের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এটি যেমন একদিকে ক্যাথলিক ধর্মমতকে জাগিয়ে তুলেছিল, স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি একই সঙ্গে ইউরোপের সমাজে ধর্ম ও রাজনীতি মিশ্রিত হয়ে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা এবং অস্থির সময়ের সূচনা করে।

১। ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মূল লক্ষ্যই ছিলো ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনরুজ্জীবন ঘটনো। ক্যাথলিক ধর্মের সকল প্রকার অনাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি সুসংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্নদেশে প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে রোমান ক্যাথলিক চার্চ নিজেরাই নিজেদের অসংগতি এবং গাফিলতি দূরীকরণের লক্ষ্যে এক নুতন আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের মুল লক্ষ্যই ছিলো ক্যাথলিক চার্চের সংস্কারের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তিশালী করা। এছাড়াও প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী অঞ্চলগুলিকে আবার ক্যাথলিক ধর্মে তথা ক্যাথলিক চার্চের অধীনে নিয়ে আসাও ছিল তাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ কারণে তারা ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনর্জাগরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বলা যায়, প্রোটেস্টান্টদের উত্থান ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। ইউরোপের প্রায় অর্ধেকের বেশি দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। তবে এই সময় কিছু যুক্তিবাদী উদার মুক্তচিন্তার যাজক এবং পোপ নিজ ধর্ম তথা ক্যাথলিকবাদকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। প্রথমদিকে প্রোটেস্টান্টবাদের সঙ্গে একটি সমঝোতামূলক নীতি গ্রহণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে ক্যাথলিক চার্চের অবশ্য করণীয় কাজটি হয়ে দাঁড়ায় নিজেদের ভিতর থেকেই সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করার।

ক্যাথলিক ধর্মতন্ত্রের পুনর্বিন্যাস এবং ধর্মতত্ত্বসমূহের যথার্থ প্রতিস্থাপিত করে সকল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত এবং পবিত্র করাই ছিল ক্যাথলিকদের মূল লক্ষ্য। লুথারের মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করার ক্যাথলিক মতবাদকে বিন্যাসের উদ্দেশ্যে বলা হয়, যে ক্যাথলিক ধর্মমতের মূলভিত্তি হলো থমাস এ্যাকুইনাস কর্তৃক প্রচারিত খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব। শুধুমাত্র ক্যাথলিক চার্চেরই বাইবেল বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবার অধিকার আছে। একই সঙ্গে লুথারের অনুগ্রহ (এৎধপব) এবং ভাগ্যচক্রের নির্ভরতা (Justification of Faith) নীতিসমূহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্নিহিত নীতি বা খ্রিস্টধর্মের ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা, প্রভুর ভোজসভা, খ্রিস্টান সাধু সন্নাসীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস পুন:স্থাপন করা হয়। তাছাড়া শ্রদ্ধাভক্তির বস্তুরূপে সংরক্ষিত মৃতসাধুদের দেহের অংশ বা তাদের ব্যবহৃত কোনো জিনিসপত্র প্রতিমা বা প্রতিমূর্তি, এর উপর পবিত্রভাব জাগিয়ে তোলা হয়। তবে ইনডালজেন্স বা মুক্তিপণ বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। চার্চের নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, আইন বা সংবিধির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও ট্রেন্টের সভাগুলিতে চার্চের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে হাতে কলমে শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বাইবেলের অন্তর্গত সকল প্রামাণিক পুস্তকসমূহ-এর ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে পোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তার অধস্তনদের প্রতি প্রভুত্ব বা কতৃর্ত্ব নির্ধারণ করা হয়। প্রোটেস্টান্টরা বিভিন্ন দেশে জায়গা করে নিতে থাকলে প্রতিসংস্কারবাদীরা অত্যন্ত আন্তরিক এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের সকল মন্দ দিকগুলি ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। এভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক চার্চের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং চার্চ খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর কাছে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

২। প্রতি সংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের অগ্রগতি এবং প্রভাব হ্রাস পায়

এই সমস্ত কর্মকান্ডের ফলে ক্যাথলিক ধর্মমত ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে এগিয়ে যেতে থাকে। এর ফলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের অগ্রগতি এবং প্রভাব হ্রাস পায়। শিক্ষামূলক এবং সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জেসুইট পিতারা রোমান ক্যাথলিক চার্চকে মানুষের কাছে অধিকতরও গ্রহণযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে। জেসুইটদের সহজ, সরল, সাধারণ জীবন, অকপট এবং আবেগপূর্ণ প্রচারণা, উদার চিন্তা, জীবনাচরণ যারা প্রোটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলো তাদের আবার ক্যাথলিক চার্চের অধীনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বিশেষত বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, ব্যাভারিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, হাঙ্গেরি, স্পেন নেদারল্যান্ড-এমনকি দক্ষিণ জার্মানিতেও ক্যাথলিক ধর্মমত আবার সমহিমায় ফিরে আসে।

৩। আন্তর্জাতিক ধর্ম হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা লাভ

জেসুইট পিতারা বিশ্বের প্রায় সকল দেশে এবং মহাদেশে অত:পর খ্রিস্টধর্ম বিশেষত ক্যাথলিক ধর্মমত ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। যারা খনিতে, আবাদী জমিতে, জমিদার শ্রেণীর বড় ভূ-সম্পত্তিতে কিংবা ঔপনিবেশিক অঞ্চলে কাজ করতো তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলো। শ্রেণীবিভক্ত বা বর্ণাশ্রয়ী সমাজে (যেমন ভারত) নীচুবর্ণের অস্পৃহ্য, জাতিচ্যুত শ্রেণী দলে দলে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিকরা প্রোটেস্টান্টদের কাছে তাদের অবস্থান হারালেও ইউরোপের বাইরে এসে মিশনারি প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ক্যাথলিক ধর্মমত প্রচার করে এবং এটিকে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মে রুপান্তরিত করে।

৪। ইউরোপের দেশে দেশে ধর্মীয়, উম্মাদনা অসন্তোষ, কলহ : গৃহযুদ্ধ এবং ধর্মীয় বিদ্রোহের সূচনা

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ফলে প্রোটেস্টান্টপন্থী এবং ক্যাথলিকপন্থীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং অসহিষ্ণুতা ছড়িয়ে পড়ে তাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গৃহযুদ্ধ এবং ধর্মীয় বিদ্রোহ দেখা দিতে শুরু করে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতারা যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদী নীতি দ্বারা বিশ্বাসী হয়ে উঠার কারণে সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাদের অনুসারীরা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের এই নীতি ধরে রাখতে সক্ষম হয় নি। প্রোটেস্টান্টরা যেমন ক্যাথলিকদের ঘৃণা করত তেমনি রোমান ক্যাথলিকরাও তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি তীব্র ঘৃণা, নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস, বিপক্ষ ধর্মীয় গ্রুপের উপর চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতো না। এর ফলে ইউরোপের প্রতিটি খ্রিস্টান দেশে ঝগড়া-বিবাদ, অসহিষ্ণুতা, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, চরম ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

ইউরোপের রাজাদের মধ্যেও এই সময় ধর্মীয় উম্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে, সহিষ্ণুতা সেই সময়ে একটি বিরল ঘটনা হয়ে দাড়াঁয়। রাজারা আশা করেন যে, তাদের প্রজারা তাদের ধর্ম মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। তাদের নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করতে বাধ্য করার ফলে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল এবং অন্যান্য দেশে প্রোটেস্টান্ট প্রজারা নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। ফ্রান্সে হিউগিনেট এবং পিউরিটানবাদীরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। আবার ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরি ক্যাথলিকদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালান।

ইউরোপের দেশে দেশে ধর্মের উম্মাদনা অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়েছিল, রাজারা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে দমন করতে চেষ্টা করেছিলেন, তাদের ধর্মমতের বিরুদ্ধেবাদীদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন করতে প্রচেষ্টা চালান; তাই ইউরোপের দেশে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও নির্যাতিত গোষ্ঠী বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ইউরোপীয় সমাজে একজন প্রোটেস্টান্ট যেহেতু একজন ক্যাথলিককে ঘৃণা করতো, একটি ধর্মীয় গ্রুপ যেমন অপর একটি ধর্মীয় গ্রউপের সঙ্গে কলহে লিপ্ত থাকতো, তাই ইউরোপের দেশে দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ধর্মীয় এই অসহিষ্ণুতার সবচাইতে বড় চিত্র দেখা যায় জার্মানির গৃহযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধে। উভয় পক্ষের কেউই নিজ ধর্ম

বিরুদ্ধবাদীদের সহ্য করতে পারতো না, একে অপরের বিরুদ্ধ পক্ষকে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারতো। এভাবে জার্মানি, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে গৃহযুদ্ধ ব্যাপক রক্তপাত, মৃত্যু এবং ধ্বংস ডেকে আনে।

৫। ধর্মীয় ঘৃণা বিদ্বেষ : ইউরোপের এক দেশ অপর দেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া

প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপ ধর্মক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতালি, ফ্রান্স, দক্ষিণ জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী হয়ে যায়। ইংল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রসার ঘটে।

হল্যান্ড এবং স্পেনের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধিতায় যুদ্ধ সংগঠিত হয়। হল্যান্ডের জনগণ ছিলো প্রোটেস্টান্টপন্থী, তারা রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের (পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের পুত্র) হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। হল্যান্ড এই যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং ১৬০৯ সালে উইলিয়াম অরেঞ্জের নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রোটেস্টান্ট হল্যান্ড প্রথম এলিজাবেথের অধীনে ডাচ প্রোটেসটান্টদের সমর্থন করে, বিশেষত ক্যাথলিক স্পেনের বিরুদ্ধে। প্রায়শই তারা সকল স্পেনিস জাহাজ ধ্বংস করতো। এর ফল স্বরূপ এ্যাংলো-স্পেনিস যুদ্ধ শুরু হয়। ইংল্যান্ড এই যুদ্ধে অজেয় এবং দুর্ভেদ্য স্পেনিস আর্মাডাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। স্পেন তথা ফিলিপের জন্য এর চাইতে গৌরবের আর কোনো কিছুই ছিলো না।

দ্বিতীয় (পবিত্র রোমান সম্রাট) বোহেমিয়ার প্রোটেস্টান্টদের উপর নির্যাতন চালালে (যারা ছিলেন জন হাসের অনুসারী) ত্রিশ বছরব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয় (১৫১৮ - ১৬৪৮)। ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির মাধ্যমে (১৬৪৮) এই যুদ্ধ সমাপ্ত হলে রোমান সাম্রাজ্য এই যুদ্ধের ফলে দুর্বল এবং নি:শোষিত হয়ে পড়ে।

৬) জেসুইটদের তৎপরতা এবং শিক্ষা বিস্তার

সোসাইটি অব জেসুইট বা জেসুইট সংঘ ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষা এই দুই কার্যেই অত্যন্ত পারঙ্গমতা দেখিয়েছিল। তবে যে ক্ষেত্রটিতে জেসুইটরা সবচাইতে বেশি সাফল্য লাভ করেছিল তা হলো শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষেত্রকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ায়। লয়লা এবং তার শিক্ষিত অনুসারীরা তৎকালীন মানবতাবাদী আদর্শ এবং প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে স্কুল গড়ে তোলেন। এইসব স্কুলে সামরিক বিশিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করা হতো। অনেক সময় একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় অথবা বিশ্বদ্যিালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র হিসেবে বিদ্যালয় সমূহ গড়ে উঠে।

জেসুইটদের মূল পোগানই ছিলো "আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান।" ধর্ম ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় যেমন শারীরিক চর্চা, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৈতিক উৎকর্ষ, আধুনিক ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা হতো। জেসুইট শিক্ষকরা গভীর আগ্রহ নিয়ে শিক্ষাদান করতো, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদা, পছন্দ অপছন্দের দিকে নজর দিতো, ছাত্রদের শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষা

দেয়া হতো। এরা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া চালু করে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া জেসুইটরা বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রম রচনা করেন। লয়লার মৃত্যুর সময়ে ৩৫টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এটি বেড়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

শিক্ষা প্রসারে জেসুইট সম্প্রদায় ইউরোপের বাইরে ভারত, চীন, ব্রাজিল, কোরিয়া, জাপান, পারাগুয়ে তথা ল্যাটিন আমেরিকা এবং নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশে তিন হাজার স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। যেখানেই তারা স্থায়ী আবাস স্থাপন করে সেখানেই স্কুল, কলেজ অর্থাৎ শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করে। উপনিবেশিক অঞ্চলসমূহ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাবে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্টান্টরাও তাদের সন্তানদের ক্যাথলিক স্কুলে পাঠাতো। জেসুইট স্কুলগুলি ছিল উন্নত। স্যার ফ্রান্সিস বেকন জেসুইটদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। এভাবে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে জেসুইট নেতারা অবিস্মরণীয় সাফল্য লাভ করেন।

৭। নারী শিক্ষা প্রসার

প্রতিসংস্কার আন্দোলন নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খ্রিস্টধর্ম নারীকে বাইবেল পড়ার অনুমতি দেয়। ক্যাথলিক ধর্মমত বিস্তারের ক্ষেত্রে নারীকে বিভিন্ন সেবামূলক এবং সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেন্ট থেরেসা অফ আফিলা (১৫১৫ - ১৫৮২) সন্ন্যাসী পাদরীদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। নারী সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান "উরস্যালিন" ও "সিসটারস অব চ্যারিটি" ছিল উল্লেখযোগ্য। উরসালিন এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রেসিয়ার এ্যানজেলা মেরিসি। এই সংগঠনকে তৃতীয় পল অনুমোদন দেন। এই সংঘঠনের মূলকার্যক্রম ছিলো মেয়ে শিশুদের শিক্ষা এবং যত্ন করা। এ ছাড়াও অসুস্থদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এভাবে নারীদের দ্বারা সংগঠিত বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে নারীদের শিক্ষার হার বাড়তে থাকে এবং সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডে কৃতিত্ব দেখায়।

সারসংক্ষেপ

সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিসংস্কার আন্দোলন ক্যাথলিক ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে। পোপদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা, ট্রেন্টের বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষা এবং জেসুইটদের বিশ্বব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম ক্যাথলিক ধর্মকে আন্তর্জাতিক ধর্মে পরিণত করে। যদিও ক্যাথলিকদের পুনরুজ্জীবন দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-কলহ গৃহযুদ্ধ এমনকি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত করে। তথাপি এটি ক্যাথলিক ধর্মকে তার অতলধ্বংসস্তুপ থেকে উদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত প্রোটেষ্টান্টবাদের বিপরীতে ক্যাথলিকবাদের বিজয়কে নিশ্চিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাথলিকবাদ যুক্তিবাদী এবং সহিষ্ণু খ্রিস্ট ধর্মকেই পুনরুজ্জীবন ঘটায়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রোটেস্টান্টবাদ ক্যাথলিকবাদের মতই অসহিষ্ণু ধর্মমতছিল। যুক্তিবাদের চেয়ে প্রোটেস্টান্টরা অন্ধবিশ্বাসকেই বেশি প্রাধান্য দিত। তবে প্রতিসংস্কার আন্দোলনকারীরা ধর্মতত্ত্ব বা সেন্ট থমাস এ্যাকুইনাসের শিক্ষায় ফিরে যাবার ফলে মানুষের মুক্তবুদ্ধি এবং যুক্তিবাদী চেতনার উপর ভিত্তি করে ক্যাথলিক ধর্মমতের পুনরুজ্জীবনের চেতনাকে গড়ে তোলে। প্রোটেস্টান্টবাদীরা অন্ধবিশ্বাস এবং ধর্মশাস্ত্রকে একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভিত্তি হিসেবে মনে করেন। তবে পুনুরুজ্জীবিত ক্যাথলিক মতবাদ যুক্তিবাদিতার উপর গড়ে উঠে। এর ফলশ্রুতিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ এবং আধ্যাত্বিকবাদ কঠোর বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা নীতি গ্রহণ করেছিল। এর ফলে ক্যাথলিক ধর্ম আন্তর্জাতিক ধর্মে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশ্বে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন সাধুর ধর্মতত্ত্বকে খ্রিস্টান ধর্মের মূলভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়?
- ক) সেন্ট পল
- খ) থমাস একুইনাস
- গ) সেন্ট অগাস্টিন
- ঘ) এ্যারাসমাস

২) ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টরা কি নামে পরিচিত ছিল?
- ক) পিউরিটানবাদ
- খ) হিউগিনেট
- গ) জুইলিয়ান
- ঘ) স্যাক্সন

৩। ইংল্যান্ডের কোন রানী প্রোটেস্টান্টদের উপর নির্যাতন চালান?
- ক) রানী এলিজাবেথ
- খ) রানী ভিক্টোরিয়া
- গ) রানী ম্যারি
- ঘ) রানী ক্রিস্টিন

৪। হল্যান্ড কত সালে স্বাধীনতা অর্জন করে?
- ক) ১৬০১ সালে
- খ) ১৬০৩ সালে
- ঘ) ১৬০৬ সালে
- ঘ) ১৬০৯ সালে

৫। জেসুইটদের মূল শ্লোগান কি ছিল?
- ক) আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান
- খ) শিশুকে ধর্মীয় শিক্ষা দিন
- গ) শিশুকে কারিগরী শিক্ষা দিন
- ঘ) আপনার শিশুকে বাসায় রেখে গৃহ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা দিন।

৬। জেসুইটদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল?
- ক) দূর শিক্ষণ ব্যবস্থা
- খ) মৌখিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- গ) ছাত্র শিক্ষক সমন্বয়ে শ্রেণী কক্ষে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান করা
- গ) কারিগরী শিক্ষায় পারদর্শী করা

৭। কোন দার্শনিক জেসুইটদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা করেন?
- ক) স্যার ফ্রান্সিস বেকন
- খ) মাইকেল ডি মনটেইন
- গ) ডেসকার্টিজ
- গ) জিওরদানো ব্রুনো

৮। 'উরসালিন' সংঘ কোন সন্নাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়?
- ক) সেন্ট থেরেসা আফিলা
- খ) সিসটার লিওনাবা
- গ) সিসটার বারবারা
- ঘ) সেন্ট ম্যারি

উত্তর : ১। (খ), ২। (খ), ৩। (ক), ৪। (খ), ৫। (ক), ৬। (গ), ৭। (ক), ৮। (ক)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ক্যাথলিক ধর্মমত কীভাবে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মে পরিণত হয়?

২। প্রতিসংস্কার আন্দোলন কীভাবে শিক্ষা এবং সমাজ সেবায় নারীকে এগিয়ে নিয়ে যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্যাথলিক ধর্ম পুনরুজ্জীবনে মৌলিক আদর্শ বা ভিত্তি কি ছিলো। পোপ এবং ট্রেন্ট অনৈতিকতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?

২। প্রতিসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপের সমাজ জীবনে যে অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। ধর্ম বিদ্বেষের ফলে ইউরোপে সংগঠিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। শিক্ষা বিস্তারে জেসুইটদের সাফল্যের বিবরণ দিন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। B K Gokhale, Introduction to Western Civilization

২। Harold J. Grimm, The Reformation Era (1500-1650)

৩। Carlton, J H Hayes, Modern, Europe to 1870

৪। ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইউরোপ (১৬৪৮ - ১৮৭০) খ্রী:)।